সেই গাড়ির খোঁজে

সমরেশ বসু

BanglaBook.org

MRP 222

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উপন্যাসের থেকেও জীবন নাকি বেশি বৈচিত্র্যময়। কিন্তু কখনো-কখনো জীবনও হয়ে ওঠে অবিকল উপন্যাস। যেমন হল এই সেদিন। স্কুলের কয়েকটি ছাত্র ব্যাংক-ডাকাতদের গাড়ির নম্বর টুকে রেখেছিল, সেই সূত্র থেকে পুলিশ ধরে ফেলল ডাকাতদলের পাণ্ডাদের। হইচই-ফেলা এই খবর কাগজে দেখে সব থেকে বেশি চমকে ওঠার কথা নিঃসন্দেহে গোগোল ও তার স্কুলের বন্ধুদের। কেননা, এমন একটা ব্যাপার হুবহু তারাই ঘটিয়েছিল। সে আরও আগে। স্কুলের উল্টোদিকে ব্যাংক-ডাকাতির গাড়ির নম্বর দেখে রেখেছিল তারা, আর সন্দেহজনক সেই গাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল ক্ষুদে গোয়েন্দা গোগোল ও বিজিত। বিরাট ঝুঁকি নিয়ে হানা দিয়েছিল তারা ডাকাতদের আস্তানায়। প্রাণ নিয়ে যখন ফিরল, ধরা পড়েছে ডাকাতদল।

এই নতুন ঘটনা কি তারই প্রেরণায়? কে জানে। তবে ঘটনা হিসেবে সত্যি দারুণ। আরও দারুণ খবর হল, সমরেশ বসুর কলমে গোগোলদের সেই দম-বন্ধ-করা অ্যাডভেনচার এখন বই হয়ে বেরুল। নাম, 'সেই গাড়ির খোঁজে'।

www.BanglaBook.org

সেই গাড়ির খোঁজে

সমরেশ বসু

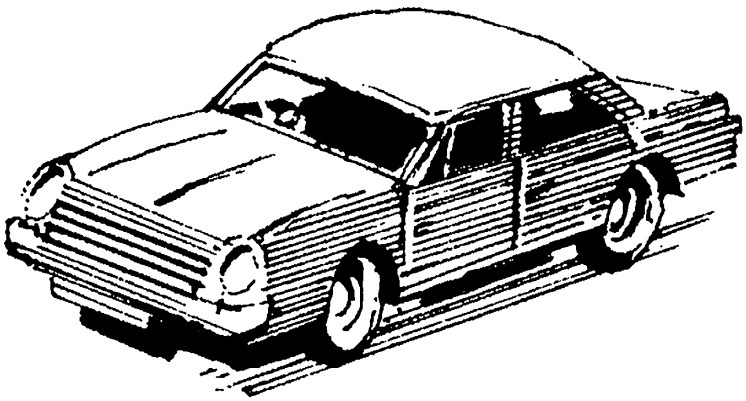

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা৯

www.BanglaBook.org

প্রথম সংস্করণ অগাষ্ট ১৯৮৪
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অনুপ রায়
অঙ্গ সজ্জায় সঞ্জয় দে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি·আই·টি· স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১০·০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

চোখের সামনে ব্যাঙ্ক-ডাকাতি

গোগোলের চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

বেলা তখন দশটা বেজে দশ মিনিট। সাড়ে দশটায় স্কুলের ক্লাস শুরু হবে। ও স্কুলের বাসে যাচ্ছিল। ভিতরে ওর স্কুলের ছাত্রবন্ধুরা। ওদের গল্পে আর হাসাহাসিতে বাসের ভিতরটাকে মনে হচ্ছিল, খাঁচার ভিতর এক দঙ্গল পাখি-পাখালিরা কিচির-মিচির করছে। তার মধ্যে কেউ-কেউ যে হাতাহাতিও না করছিল, তা নয়। তবে সেটা মারামারি নয়। নিজেদের মধ্যে একটু খুনসুটির ঝগড়া। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তো গেটের কাছে খবরদারি দাদা আছেই। স্কুলে গিয়ে নালিশ ঠুকে দেবে। তারপর শাস্তি। সেরকম মারকুটে ছেলে যে নেই, তা নয়। তবে, তারা শাস্তিও পায়।

একবার তো তিমির নামে একটি ছেলেকে স্কুল থেকে তাড়িয়েই দেওয়া হয়েছিল। গোগোলের মনে হয়েছে, সেটা অন্যায় কিছু হয়নি। তিমির খেলতে খেলতে রেগে গিয়ে, বিজিত নামে একটি ছেলের চোখে ছুঁচলো পেন্সিলের ডগা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বিজিতের সেই চোখটা আর কোনোদিন ভাল হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। ডাক্তাররা অপারেশন করে, অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারেননি। সারা জীবন একটা চোখেই ওকে পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিজিতের বাবা মাকে অনেকে পুলিশের কাছে যেতে বলেছিল। ওঁরা যাননি। বলেছিলেন, "তাতে তো বিজিতের চোখটা ফিরে পাওয়া যাবে না।"

বিজিত এখনও গোগোলের সঙ্গে পড়ে। অবশ্য এক ক্লাস ওপরে। তিমির যে কোথায় চলে গেছে, কে জানে। স্কুল থেকে ওর

www.BanglaBook.org

সার্টিফিকেটে খুব খারাপ মন্তব্য করা হয়েছিল। সেই সার্টিফিকেট দেখে কি কলকাতার কোনো স্কুলে ওকে নিয়েছে? না নেবারই কথা। কিন্তু বিজিত এক চোখেই বেশ পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজিতও এই বাসে আছে। গোগোলের বাড়ির কাছেই ওদের বাড়ি।

বাসটা তখন প্রায় স্কুলের কাছাকাছি এসে গেছে। বড় রাস্তা থেকে, বাঁ দিকে একটু কম চওড়া রাস্তার ওপরে ওদের স্কুল। হঠাৎ দুম্-দুম্ করে দু'বার এমন শব্দ হল, সমস্ত বাসটা যেন কেঁপে উঠল। বাসটাও একটা বিশ্রী শব্দ করে হঠাৎ থেমে গেল। ঝাঁকুনি খেয়ে অনেকের মাথা ঠুকে গেল সিটের গায়ে।

গোগোল বসে ছিল জানালার ধারে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল, রাস্তার লোকজন যে-যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। কোনো কোনো গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে। আবার কিছু কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু'জায়গায় ধোঁয়া উঠছিল। তার মধ্যেই দেখা গেল, কালো কাপড় দিয়ে চোখের নীচে থেকে মুখ-ঢাকা কয়েকটা লোককে। তারা বেরিয়ে আসছিল, ওপারের ফুটপাথের একটা একতলা বাড়ি থেকে। একজনের হাতে রিভলভার স্পষ্ট দেখতে পেল। কারণ সে গুলি করার ভঙ্গিতে রিভলভারটা বাগিয়ে তুলে ধরেছিল। আবার একটা বোমা ফাটল একতলা বাড়িটার দরজার সামনে। গোগোল একটা আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল। আর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল। মুখে কালো কাপড়-ঢাকা লোকগুলো তখন ছুটে, ওপারের ফুটপাথের ধারেই একটা দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়িতে উঠতে লাগল। লোকজন ছুটোছুটি করছে। আর দূরে অনেক লোক এক জায়গায় ভিড় করে আছে।

গোগোল দেখল, যে গাড়িতে মুখ-ঢাকা লোকগুলো চোখের পলকে উঠে পড়ল, সেটার রং খয়েরি-মতো। মাথার ওপরে চটে-যাওয়া রঙের তলা থেকে খানিকটা জায়গা মেটে রং বেরিয়ে পড়েছে। গাড়িটা হুশ করে বেরিয়ে গেল।

গাড়িটা বেরিয়ে যাবার পরে লোকজন সেই একতলা বাড়িটার

www.BanglaBook.org

দরজার সামনে ভিড় করল। রাস্তার চারদিকে তখন লোকজনের ভিড় ছড়িয়ে পড়েছে। তার মধ্যে একসঙ্গে অনেক গাড়ির হর্ন বাজতে লাগল। গোগোলের স্কুলের বাসের ড্রাইভারও ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে। কিন্তু 'বাস' নড়তে পারছে না। বাসের ভিতরে বন্ধুরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, "নিশ্চয়ই ডাকাত। ওরা যেখান থেকে বেরুল, ওটা তো একটা ব্যাঙ্ক!"

গোগোল তাকিয়ে দেখল, সত্যি তাই। বাড়িটার দরজার ওপরে সাইন বোর্ডের ওপর একটা ব্যাঙ্কের নাম লেখা রয়েছে। গোগোলের এতক্ষণে মনে হল, গাড়িটার পিছনে নিশ্চয়ই নম্বর লেখা ছিল। লোকগুলোর মুখ ঢাকা দেখে, ওরও সন্দেহ হয়েছিল, হয়তো ডাকাতি ঘটছে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। লোকগুলোর বোমা ছোঁড়া আর রিভলভার উঁচিয়ে ধরা দেখতেই ব্যস্ত ছিল। তা নইলে হয়তো ও গাড়িটার পিছনের নম্বর দেখে নিত।

এই সময়েই একটি ছেলে বলে উঠল, "আমি গাড়িটার নম্বর দেখে নিয়েছি। ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন। তবে ডব্লিউ বি-র পরে যে অক্ষরটা লেখা ছিল, সেটা পড়তে পারিনি। ঝাপসা ছিল।"

আর একজন বলল, "ডাকাতগুলো বোধহয় ইচ্ছে করেই একটা অক্ষর হিজিবিজি কেটে দিয়েছে, যাতে পড়া না যায়।"

ওদের কথা শুনতে শুনতে, গোগোলের নিজেরই কেমন খটকা লাগল। ডাকাতরা কি গাড়ির আসল নম্বর লাগিয়ে এসেছিল? এর আগে ও খবরের কাগজে পড়েছে, যে গাড়িতে ডাকাতরা ডাকাতি করে, তার নম্বর সব ভুয়ো। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের ও কিছু বলল না। কেবল খয়েরি রঙের গাড়িটাই ওর চোখের সামনে ভাসছে। আর গাড়িটার ডান দিকের মাথার ওপরে চটে যাওয়া মেটে দাগ। যেন আনাড়ি হাতে কেউ ভারতবর্ষের ম্যাপ এঁকেছে। গাড়ির মাথার দাগটা দেখতে সেইরকম।

বাসের হর্ন আবার বেজে উঠল। আর চলতে আরম্ভ করল। রাস্তার ভিড় তখন অনেকটাই কেটে গেছে। সামনের রাস্তার মোড়ের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্রাফিক পুলিশকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। তার কোমরে বেল্টের সঙ্গে রিভলভার ঝোলানো। ব্যাঙ্কের দরজার কাছে তখনও কিছু লোক ভিড় করে ছিল। ট্রাফিক পুলিশ ভিড় ঠেলে ভিতরে গেল। আর তখনই গোগোলের স্কুলের বাস খানিকটা এগিয়ে, বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে গেল।

বাসের ভিতর সব ছেলেই তখন বেশ উত্তেজিত। গোগোলেরই মতো সকলের অবস্থা। কেউ চোখের সামনে আগে এরকম ব্যাঙ্ক ডাকাতি দেখেনি। বাস থেকে নেমে স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই শোনা গেল, সবাই ব্যাঙ্ক-ডাকাতির কথা বলাবলি করছে। খবরটা এর মধ্যেই আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। গেটের দরোয়ান সুরজিৎ সিং আজ কারোর দিকে তাকিয়ে দেখছে না। লম্বা চওড়া মোটাসোটা নীল উনিফর্ম পরা সুরজিৎ সিংয়ের গোঁফজোড়া যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। গোগোলরা তাকে সুরজিৎ-চাচা বলে ডাকে। গাড়ি চালায় যে ড্রাইভার, তার নাম বিশু সামন্ত। সব ছাত্রছাত্রীরই সে বিশুদা। বিশুদা সব ছেলেদেরই ভালবাসে। হেসে কথা বলে। কিন্তু গাড়ির মধ্যে কেউ বেশি দুষ্টুমি করলে, খুব গম্ভীর করে বকুনিও দেয়। সুরজিৎ-চাচা ছুটে গেল বিশুদার কাছে, ডাকাতির খবর শোনবার জন্য।

গোগোল স্কুলের উঠোনে ঢুকেই দেখল, বৃদ্ধ রেকটর দাঁড়িয়ে আছেন। পুরো হাতা সাদা শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরে আছেন। তিন চারজন পুরুষ মহিলা টিচারের সঙ্গে কথা বলছেন। কথা বলতে বলতে গোগোলদের দিকেও তাকিয়ে দেখছিলেন। মনে হল, তিনি ব্যাঙ্ক-ডাকাতির বিষয়েই কথা বলছেন।

গোগোল চারতলা স্কুলবাড়ির বারান্দায় উঠতে উঠতেই দেখল, ড্রাইভার বিশুদা ছুটতে ছুটতে এসে, মিঃ রেকটরের সামনে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। আর কিছু বলতে আরম্ভ করল। তার মানে, নিশ্চয়ই ডাকাতির বিষয়েই কিছু বলছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না উঠতেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। ক্লাস বসতে আর পাঁচ মিনিট বাকি।

www.BanglaBook.org

গোগোল ধেড়ে খরগোশের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি উঠতে লাগল। ভাগ্য ভাল, আজ কোনো সাপ্তাহিক পরীক্ষা নেই। থাকলে কী হত বলা যায় না। কারণ স্কুলে সারাদিন কেবল ডাকাতির ঘটনা আর তার ছবিটাই চোখের সামনে ভাসতে লাগল। প্রত্যেক পিরিয়ডে ক্লাসে আন্টি আর টিচাররাও ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,কে কে তখন বাসে ছিল, আর কী দেখেছে। বাসের যারা যারা ক্লাসে ছিল, সকলেই কিছু না কিছু বলল। কেউ কেউ গাড়িটার নম্বর বলল। কিন্তু ডবলিউ বি-এর পরে কী লেখা ছিল, সেটা বলতে পারল না। গোগোলই একমাত্র বলল, গাড়িটার রং গাঢ় খয়েরি। গাড়ির মাথার ওপরে সামনের ডান দিকে, রং চটে গেছে। অনেকটা যেন মেটে সিঁদুরের রঙে একটা ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো সেই চটে যাওয়া দাগটাকে দেখাচ্ছিল।

প্রত্যেকটি ক্লাসই হল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, ক্লাসের পড়ায় যেন কারোরই মন ছিল না। অন্য কারোর থাকলেও, গোগোলের অন্তত ছিল না। ও স্কুল ছুটির পর, বাসে চেপে বাড়ি ফিরে, লিফটে উঠে কলিং বেল টিপল। বঙ্কিমদা এসে দরজা খুলে দিল। গোগোল আগেই মায়ের খোঁজ করল। বঙ্কিমদা বলল, "মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

গোগোল ওর ঘরে ঢুকে, টেবিলের ওপর বইয়ের ব্যাগ রেখেই, ব্যালকনির দিকে ছুটে যাচ্ছিল। মা তখনই ব্যালকনি থেকে ঘরের মধ্যে আসছিলেন। গোগোল বেশ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "মা, তুমি কি ব্যাঙ্ক-ডাকাতির খবরটা শুনেছ?"

মা ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকিয়ে পালটা জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাঙ্ক-ডাকাতি? কিসের ব্যাঙ্ক-ডাকাতি? কোথায়?"

গোগোল সমস্ত ঘটনাটা মা'কে বলল। মা শুনে মুখ গম্ভীর করে বললেন, "এতে আর অবাক হবার কী আছে? কলকাতায় আজকাল তো প্রায়ই ওরকম ঘটনা ঘটছে। তোমাদের স্কুল-বাস যে দূরে ছিল, সেটাই রক্ষে। যাও, স্কুলের জামাপ্যান্ট বদলে, হাতমুখ ধুয়ে খেতে

www.BanglaBook.org

এসো। ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না।"

গোগোল মায়ের কথামতোই কাজ করল। কিন্তু ব্যাঙ্ক-ডাকাতির কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারল না। খাবার টেবিলে খেতে বসে বঙ্কিমদাকে ও আবার সব ঘটনাটা বলল। মেদিনীপুরে বঙ্কিমদার বাড়ি। কলকাতায় সাত-আট বছর আছে। অথচ তার গ্রাম্যভাব একটুও যায়নি। সে চোখ বড় বড় আর মুখ হাঁ করে সব ঘটনাটা শুনল। মা তখন সেখানে ছিলেন না। থাকলে নিশ্চয়ই বিরক্ত হতেন। বঙ্কিমদা সব শুনে বলল, "এক-এক সময় আমার মনে হয়, কলকাতা শহরটাই ডাকাতে ছেয়ে আছে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বঙ্কিমদা, তোমাদের দেশে ডাকাতি হয় না?"

"হয় না আবার?" বঙ্কিমদাও যেন বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, "খুব হয়। তবে আমাদের পাড়াগাঁয়ে বেশির ভাগ ডাকাতি হয় বর্ষার সময়ে। ঘুটঘুটি অন্ধকার, আর বৃষ্টির সময়েই ডাকাতরা ডাকাতি করতে আসে। জোর বৃষ্টিতে চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাওয়া যায় না। লোকজনও ঘর থেকে বিশেষ বেরোয় না। ডাকাতরা দিব্যি ডাকাতি করে চলে যায়। তবে আজকাল পাড়াগাঁয়ে ডাকাতি করতে যায় শহরের ডাকাতরাই। পিস্তল বন্দুক আর বোমা নিয়ে যায়।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কখনও ডাকাতি হতে দেখেছ?"

"না বাবা।" বঙ্কিমদা যেন ভয় পেয়ে বলে উঠল, "তবে এক অন্ধকার বর্ষার রাত্রে, দুটো মাঠ পেরিয়ে পাশের গাঁয়ে ডাকাতি হয়েছিল, সেটা আমরা ঘরে বসেই টের পেয়েছিলাম।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঘরে বসে কী করে টের পেলে?" বঙ্কিম বলল, "বোমা ফাটার দুম্ দাম্ শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। বৃষ্টির মধ্যেও লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি একটু কানে এসেছিল। রাত তখন বেশি হয়নি। জানো তো, পাড়াগাঁয়ে সন্ধের পরেই লোকজন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। বাতি জ্বালবার তেলের তো অভাব। সেই শব্দ শুনেই আমার পিলে চমকে

www.BanglaBook.org

উঠেছিল। সে-রাতে আমরা কেউ ঘুমোতে পারিনি।"

"কেন?" গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

বঙ্কিমদা চোখের তারা ঘুরিয়ে বলল, "ডাকাতদের কি বিশ্বাস করা যায়? ওরা অনেক সময় পাশাপাশি গ্রামে কয়েকটা ডাকাতি করে ফিরে যায়। আমরা ভাবলাম, কী জানি, পাশের গাঁয়ে ডাকাতি করে, তারপরে যদি আমাদের গাঁয়ে আসে। আসেনি, তাই রক্ষে।"

বঙ্কিমদার ভয় পাওয়া মুখ দেখে, আর কথা শুনে গোগোল হেসে উঠল। বঙ্কিমদা ভুরু কুঁচকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "হাসছ যে?"

গোগোল বলল, "তোমার ভয় পাওয়া দেখে।"

"তা যাই বলো, ডাকাতদের আমি খুব ভয় পাই।" বঙ্কিমদা বলল, "তোমার কথা আলাদা। তুমি তো আবার ডাকাতদেরই পেছনে লাগো। তোমার সাহস দেখলে আমি ভিরমি খেয়ে যাই।"

গোগোল বলল, "আমি মোটেই ডাকাতদের পেছনে লাগিনে। কিন্তু আমি কিছু দেখলে, কিছুতেই ঠিক থাকতে পারিনে। কেবলই মনে হয়, ব্যাপারটা কী হয়েছে, একবার দেখি।"

"ওটাই তো তোমার দোষ?" বঙ্কিমদা গম্ভীর মুখে বলল, "তুমি ছেলেমানুষ, এত সাতে-পাঁচে তোমার যাবার দরকার কী? মা তো সেই জন্যেই তোমার ওপর রাগ করেন। কখন কী ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে! ডাকাত বলে কথা। রাস্তায় বাজারে আমরা তো কত কী দেখি। আমরা কি তাতে নাক গলাতে যাই?"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "তুমি যদি দেখ, তোমার সামনে কেউ কিছু চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছু করবে না?"

"কী আর করব?" বঙ্কিমদা দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "দিনের বেলা কাছেপিঠে লোকজন থাকলে হাঁকডাক করে লোক ডাকব। তা বলে রাতদুপুরে একটা চোরকে চুরি করতে দেখলে, আমি কি চেঁচাতে যাব? চোর হয় তো আমার পেটেই ছুরি বসিয়ে দেবে।" গোগোল আবার হোহো করে হেসে উঠল। এক চুমুকে দুধের গেলাস শেষ করে উঠে পড়ল। নীচে এখন খেলার তাড়া।

www.BanglaBook.org

বন্ধুরা নিশ্চয় সব জড়ো হয়েছে। চোখের সামনে দেখা ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ঘটনাটা তাদেরও বলতে হবে। তবু গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ল, জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, বঙ্কিমদা, তুমি যদি দেখ, রাস্তায় আমাকে কেউ মারছে, তা হলে তুমি কী করবে?"

বঙ্কিমদার মুখটা অমনি শক্ত হয়ে উঠল। রাগী গলায় বলল, "তা হলে সে-লোককে আর আস্ত রাখব না। তাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব। আমার সামনে আমার বাবা ভাইকে যদি কেউ মারে, তাকে কি আমি ছেড়ে দেব? তবে হ্যাঁ, চোর-ডাকাতরা কোথায় কী করছে, ওসব আমার দেখবার দরকার নেই। দেখতেও চাই না।"

গোগোল আর কথা না বাড়িয়ে, খাবার ঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "মা, আমি নীচে যাচ্ছি।"

ঘরের ভিতর থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, "যাও। আজ যেন ময়দানের দিকে যেও না। সময়মতো ফিরে এসো।"

গোগোল বাইরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

আণ্টির বাড়ির জানালায়

পরের দিন শুক্রবার। গোগোল ঘুম থেকে উঠে আগে বাথরুমে গেল। ব্রাশে টুথপেস্ট নিয়ে, মুখ ধুয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বাইরের ঘরে এল। দেখল, বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। গোগোল বাবাকেও গতকালের ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ঘটনাটা বলেছে। রাত্রে টি-ভিতে, আর রেডিওর স্থানীয় সংবাদেও ব্যাঙ্ক-ডাকাতির কথা বলেছে। ডাকাতরা কেউ ধরা পড়েনি। প্রায় তেরো লক্ষ টাকা ডাকাতরা নিয়ে গিয়েছে। টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েছিল। ক্যাশিয়ারকে ভোজালি দিয়ে হাতে আঘাত করেছে। কিন্তু ভল্টের চাবির গোছা তারা নিতে পারেনি। ক্যাশ কাউন্টারে যত টাকা ছিল, তাই নিয়েই ডাকাতরা পালিয়েছে। ব্যাঙ্কের ভিতরেও তারা একটা বোমা ফাটিয়েছে। ডাকাতরা সবাই ছিল মুখোশধারী। কথা বলেছিল হিন্দি আর ইংরেজিতে।

গোগোল বাবার সামনে এসে দাঁড়াল। বাবা মুখ তুলে গোগোলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "ডাকাতির খবরটা কাগজে বেরিয়েছে। এটা দেখো।"

বাবা ইংরেজি কাগজটা গোগোলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এই সময়ে মা নিজেই ট্রে-তে করে বাবার জন্য চা নিয়ে এলেন। বললেন, "মুখে ব্রাশ গুঁজে খবরের কাগজ দেখতে হবে না। মুখ ধুয়ে এসে, দুধ খেতে খেতে দেখবে।"

বাবা তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, তাই করো। আগে মুখ ধুয়ে এসো।"

কাগজ রেখে গোগোলকে তাই যেতে হল। খবরের কাগজে নতুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খবর কী-ই বা আর থাকতে পারে। শুধু গোগোলের কৌতূহল এখনও রয়েছে। গতকাল রাত্রে টি ভি আর রেডিওতে যা বলেছে, খবরের কাগজে হয়তো তার চেয়ে বেশি আরও নতুন কিছু লিখেছে। বাথরুমের মধ্যে, বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, দাঁত মাজতে মাজতে, গতকালের ঘটনা ওর চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল। টি ভি আর রেডিওতে বলেছে, ডাকাতরা মুখোশ পরে এসেছিল। কিন্তু ওগুলো কি মুখোশ ? চোখের নীচে থেকে কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ছিল। চোখ কপাল মাথা, সবই খোলা ছিল। তাতে কি একজন মানুষকে চেনা যায় না ? সকলের চোখ ভুরু কপাল চুল তো আর একরকম হয় না।

গোগোল দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে এল। মা বাবা দুজনেই চা খাচ্ছেন। বিস্কুটও ছিল। সকাল সাড়ে ছ'টা বেজেছে। গোগোলের জন্য দুধের গেলাসও ছিল। ও বাবার পাশে বসে, ইংরেজি কাগজটা টেনে নিল। সেই সঙ্গে একটা বিস্কুট। কাগজের ডান দিকে, বড় খবরের পাশে, ডাকাতির খবরটা একটু ছোট হরফে দিয়েছে। বাংলা করলে যার মানে হয়, "তেরো লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক লুঠ।" খবরের মধ্যে নতুন কিছুই প্রায় ছিল না। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে ডাকাতরা ক্যাশ থেকে টাকা লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে যায়। ক্যাশিয়ার বাধা দিতে গেলে, তাঁকে ভোজালির দ্বারা আঘাত করা হয়। ব্যাঙ্ক খোলার পনরো মিনিটের মধ্যেই ডাকাতরা ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢোকে। ম্যানেজার তখন বাথরুমে ছিলেন। সেইজন্যই ভল্টের চাবি তারা পায়নি। নিরস্ত্র ম্যানেজার বাথরুম থেকেই টের পেয়েছিলেন, ব্যাঙ্কে ডাকাত ঢুকেছে। তিনি বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ডাকাতদের সন্ধান গতকাল রাত্রি বারোটার মধ্যেও পাওয়া যায়নি। গোয়েন্দা বিভাগ জোর অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

গোগোল কাগজ রেখে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবা, ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন ?"

www.BanglaBook.org

বাবা বললেন, "তার কারণ, অনেক সময় দেখা গেছে, ডাকাতদের সঙ্গে ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদেরও যোগসাজস থাকে। অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদের কারণ শুধু সেটাই নয়। কেউ যদি ডাকাতদের চেহারার কথা কিছু বলতে পারে, বা তারা কীভাবে ডাকাতি করেছে, তাদের কথাবার্তা, ব্যবহার, সবই খুঁটিয়ে জানা দরকার হয়। কলকাতায় যে-ব্যাঙ্ক-ডাকাতিগুলো হচ্ছে, সবই তো আর একটা দল করছে না। দেখা যায়, এক-এক দল এক-একরকমভাবে ডাকাতি করে।"

গোগোল আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। মা বললেন, "গতকাল থেকে এই এক কথা ছাড়া, আর কোনো কথা নেই। এসব আমার একটুও ভাল লাগে না। ডাকাতির কথা যথেষ্ট হয়েছে, এখন তুমি পড়তে যাও।"

গোগোল জানে, মায়ের কথার ওপরে আর কথা চলবে না। দুধের গেলাস শেষ করেই ও পড়তে চলে গেল। মা কিছু ভুল বলেননি। গতকাল রাত্রে তেমন পড়া হয়নি। আজ সকালে ক্লাসের পড়াগুলো ঠিক করে নিতেই হবে। তা না হলে বকুনি খাবার ভয় আছে।

পরের দিন শনিবার। গোগোলদের শনি রবি দুদিন ছুটি। কিন্তু শনিবার সকালেই ওকে, অঙ্কের আণ্টির বাড়ি যেতে হয়। সকাল আটটা থেকে দশটা, প্রত্যেক শনি আর রবিবারেই যেতে হয়। সুলোচনা আণ্টি গোগোলদের স্কুলে পড়ান না। অন্য স্কুলে পড়ান। গোগোল অঙ্কে একটু কাঁচা বলেই এই ব্যবস্থা। সুলোচনা আণ্টিরা বেশ বড়লোক। তাঁর এখনও বিয়ে হয়নি। দোতলার যে-ঘরে তিনি থাকেন, গোগোলকে সেই ঘরেই পড়ান। তবে, আণ্টিদের পাড়ার একটা দিক মোটেই ভাল নয়। অথচ ঐ দিকটা দিয়ে গেলে, অনেকটা পথ ঘুরতে হয় না। সেজন্য বাবা গোগোলকে ঐ পথেই আণ্টির বাড়িতে পৌঁছে দেন, আবার নিয়ে আসেন। ঐ রাস্তাটায় ঢুকলেই, প্রথমেই চোখে পড়ে জেলখানার মতো বিরাট উঁচু আর লম্বা পাঁচিল। আশেপাশে অনেকগুলো মোটর গারাজ। মোটর

www.BanglaBook.org

মেরামতির কারখানা। তারই ফাঁকে ফাঁকে কতগুলো এলোমেলো টালির ঘর। এক ধরনের হোটেল আর চায়ের দোকান। সবই ভারী নোংরা। রাস্তা জুড়ে নানারকমের নতুন পুরনো গাড়ি। ফুটপাত বলে কিছু নেই। সবখানেই মোটর গাড়ির ভাঙাচোরা অংশ জমে আছে। বড় বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। শিখ বা অন্যান্য ড্রাইভাররা অদ্ভুত পোশাকে খাটিয়ায় বসে-বসে গল্প করে।

গোগোলের চোখে সবচেয়ে খারাপ লাগে, যখন দেখতে পায়, ওর বয়সী ছেলেরাও মোটর-গারাজগুলোতে কাজ করছে। হোটেলে আর চায়ের দোকানে খাটছে। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে বড় বড় বালতিতে জল টানছে। আর উঁচু লম্বা পাঁচিলটার ধারে ধারে বাস করে খুব গরিব লোকজন। মায়েরা রান্না করে। ছোট ছোট শিশুরা হামা দিয়ে, রাস্তা থেকে যা পায়, তাই কুড়িয়ে মুখে দেয়। পাঁচিলটার ধারে যেন সবাই সংসার পেতে বসেছে। গোগোল বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে, "এরা কারা ? এদের কি ঘরবাড়ি নেই ?"

বাবা বলেছেন, "কারা আবার ? এরা আমাদের দেশেরই লোক। বলতে পারো, এরা এক রকম ভিখিরি। তবে চিরকাল এরা ভিখিরি ছিল না। এক সময় হয়তো গ্রামে এদের জমিজমা ছিল, চাষ-আবাদ করত। কোনো কারণে সে-সব হারিয়েছে। সে-সব তুমি বড় হয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে, নিজের দেশে, ঘরে থাকতে পারলে, কেউ এভাবে শহরের ফুটপাতে পড়ে থাকে না। খুব দুঃখের মধ্যে পড়ে, কোনো উপায় না দেখে, এরা এভাবে জীবন কাটাচ্ছে। তুমি তো একটা কথা ভালই জানো, আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক এত গরিব, একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, এমন লোক অনেক আছে।"

বাবা কিছু ভুল বলেননি। দেশের গরিব মানুষদের কথা গোগোল খবরের কাগজে আর অনেক লেখায় পড়েছে। মানুষ কেন এত গরিব থাকবে, ও ভেবে কূলকিনারা পায় না। কেবল মনে মনে কষ্ট পায়।

যাই হোক। সুলোচনা আন্টিদের বাড়ি যেতে, সংক্ষেপে রাস্তাটার

www.BanglaBook.org

চেহারা এইরকম। অথচ রাস্তাটায় ঢোকবার মুখে, ভাল বাড়িঘর, আর রাস্তাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঐ নোংরা এলাকাটা পেরিয়ে গেলে, আবার সবই পরিষ্কার। সুলোচনা আণ্টিদের বাড়িটাও ভাল জায়গায়। আর উঁচু লম্বা পাঁচিল-ঘেরা জায়গাটার ভিতর দিক, আণ্টির দোতলা ঘরের জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। পাঁচিল-ঘেরা চৌহদ্দিটা বিরাট। সেই চৌহদ্দির ঠিক মাঝখানে নয়, খানিকটা পশ্চিম ঘেঁষে মস্ত বড় একটা দোতলা বাড়ি। পুরনো বাড়িটার রং লাল ছিল, আর দরজা-জানালা সবুজ ছিল, সেটা এখনও বোঝা যায়। বাড়িটার চেহারা অনেককাল আগের মতো। দরজা-জানালার ওপরের খিলান ধনুকের মতো অর্ধেক গোল, আর ওপর দিকে নকশা কাটা। গোগোলদের বাড়ির কাছে, জর্জদের বাড়িটা অনেকটা এইরকম। জর্জদের বাড়িও পুরনো। কিন্তু ঐ বাড়িতে ওরা অনেকগুলো পরিবার বাস করে। কয়েক বছর অন্তর অন্তর সারানো হয়, রং করা হয়। চেহারাটা পুরনো হলেও, দেখতে পুরনো লাগে না।

আণ্টিদের জানালা থেকে উঁচু লম্বা পাঁচিল ঘেরা যে-বাড়িটা দেখা যায়, তার লাল রং নষ্ট হয়ে গেছে। শ্যাওলা জমেছে, অনেক জায়গায় চুন-বালি খসে গিয়ে, ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। কয়েকটা বটের চারাও গজিয়েছে ভাঙা ফাটলের গায়ে। দরজা-জানালার সবুজ রং এখনও একটু-আধটু বোঝা যায়। বাকি সবই রংচটা। বিশ্রী দেখতে। আর দরজা-জানালাগুলো সব সময় বন্ধ থাকে। নীচের তলা, ওপরতলা, সব জানালা-দরজাই বন্ধ থাকে। আণ্টিদের বাড়ির দিক থেকে, সেই বাড়িটার পিছন দিক দেখা যায়। সামনের দিকে দরজা-জানালা খোলা থাকে কিনা, কে জানে। কিন্তু বাড়িটা যে খালি বা ভুতুড়ে বাড়ি নয়, তাও সত্যি। কারণ গোগোল পিছন দিকে লোকজন আসতে দেখেছে। পুরুষ আর স্ত্রীলোক, দুরকমই দেখেছে। পিছন দিকে, উত্তরের পাঁচিলের গায়ে, একতলা কয়েকটা ছোট ঘর আছে পাশাপাশি। ঐসব ঘরে দু'তিনজন গরিব বউ আর

www.BanglaBook.org

তাদের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের দেখা যায় প্রায়ই। কখনও কখনও সামনের দিক থেকে যারা পিছনে আসে, তাদের চেহারা পোশাক আলাদা। সকলেই ভদ্রগোছের। এমন কী, খুব ভাল পোশাক পরা অল্পবয়সী দু'একজন যুবককেও দেখা গেছে।

গোগোলের ধারণা, বাড়িটার যা কিছু, সব সামনের দিকে। ওদিকে কি কোনো অফিস আছে? ও কখনও সুলোচনা আন্টিকে জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করবেই বা কেন? গোগোলের তো কোনো দরকার হয়নি। তা ছাড়াও গোগোল দেখেছে, পুরনো ভ্যান বা প্রাইভেট গাড়ি বাড়িটার পিছনে নিয়ে এসে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার রেখেও দেওয়া হয়। এক সময় তো কয়েক মাস দুটো পুরনো ভ্যান গাড়ি, আন্টিদের বাড়ির কাছেই, পাঁচিলের ধারে পড়ে ছিল। তারপরে কবে সে-দুটো ভ্যান সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, গোগোলের খেয়ালই হয়নি।

বাড়িটার পিছন দিকের বিরাট চৌহদ্দিতে বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ আছে। আম-কাঁঠাল ছাড়া, দেবদারু ঝাউ আর ইউক্যালিপটাস গাছও আছে। দেবদারু গাছটা তো শকুনের আড্ডা। গাছটা দেখতেও কেমন খারাপ হয়ে গেছে। ফুলগাছ একটিও নেই। সারা জমিটা দেখায় পোড়ো। জংলি ঘাসে ভরতি। তার মধ্যে চোরকাঁটা অনেক।

পরের দিন শনিবার, গোগোল ঘুম থেকে উঠে সাড়ে সাতটার মধ্যে জলখাবার খেয়ে তৈরি হয়ে নিল। বাবাও তৈরি হয়েছিলেন। গোগোল ছোট ব্যাগে অঙ্কের বই, খাতা আর রাফ খাতা ঢুকিয়ে দিল। বাবা মা'কে জিজ্ঞেস করে নিলেন, কিছু কেনাকাটা করতে হবে কিনা। বাজার মা নিজেই করেন, বঙ্কিমদাকে সঙ্গে নিয়ে। গোগোলকে আন্টির বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে বাবা যান তাঁর বন্ধুদের বাড়িতে। কেবল গল্প করতে নয়। কাজের বিষয়ও অনেক থাকে।

মায়ের সঙ্গে কথা হয়ে যাবার পর, বাবার সঙ্গে গোগোল বেরিয়ে পড়ল। লিফটে নীচে নেমে এল। অফিসের গাড়ি হলেও, বাবার

www.BanglaBook.org

কাছেই গাড়িটা থাকে। ড্রাইভার আছে। বাবা তাকে শনি রবিবার বিকালে আসতে বলেন। সকালে নিজেই গাড়ি চালান। মাল্‌টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের ঢাকার নীচে গাড়ি। গোগোল বাবার সঙ্গে গিয়ে, গাড়ির সামনের আসনে বসল। বাবা চালকের আসনে বসে গাড়ি চালালেন। সাত আট মিনিটের মধ্যেই গোগোল পৌঁছে গেল আণ্টির বাড়ির দরজায়। গোগোল নেমে পড়ল। বাবা বললেন, "পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হলে অস্থির হয়ো না। আমি এসে হর্ন বাজাব।"

গোগোল ঘাড় কাত করে বলল, "আচ্ছা।"

কথাটা বাবা প্রত্যেক শনি রবিবারই বলেন। অথচ চলে আসেন ঠিক সময়েই। বেশির ভাগ দিন আগেই আসেন, আর ঘড়ি দেখে বসে থাকেন। দু'একবার এমন দেরিও হয়েছে, গোগোল চিন্তায় পড়ে যেত। সুলোচনা আণ্টি তো একবার মা'কে টেলিফোনই করেছিলেন, বাবার আসতে দেরি দেখে। বাবা একদিন দেড় ঘণ্টা দেরিতে এসেছিলেন। সামান্য একটা দুর্ঘটনার জন্য, বাবাকে থানায় যেতে হয়েছিল। একটা ঠেলাওয়ালা গাড়ির ধার ঘেঁষে ধাক্কা দিয়েছিল। বাঁ দিকের হেডলাইটের ধার বেঁকে গেছল। আর ঠেলাওয়ালার পায়ের ওপর চাকার চাপ পড়েছিল।

গোগোল গাড়ি থেকে ওপরের দিকে তাকাল। দেখল, সুলোচনা আণ্টি দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছেন। গোগোলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন। গোগোলও হাসল। আসলে সুলোচনা আণ্টি খুবই গম্ভীর। অঙ্কে অমনোযোগ দেখলে, এমন ভুরু কুঁচকে গম্ভীর মুখে তাকান, গোগোল ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। ডাকাতদেরও ও এত ভয় পায় না। আর আণ্টি বকেনও খুব। বলেন, "যত সব আজেবাজে ব্যাপার করে খুব তো লোকের কাছে সুনাম পাও। খবরের কাগজে নাম ছাপিয়ে বেড়াও। যত গোলমাল কেবল অঙ্কে?"

আবার এই সুলোচনা আণ্টিই, কোনো ঘটনা ঘটলে, গোগোলের

www.BanglaBook.org

মুখ থেকে সব খুঁটিয়ে শোনেন। শুধু একলা তিনিই নন। বাড়ির সবাই ওকে ঘিরে ধরেন, আর ওর মুখ থেকে সব শুনে নেন। বাড়িতে আন্টির বাবা মা দাদা বউদি আর এক ছোট ভাই আছেন। ভাই আন্টির থেকে ছোট হলেও, তিনি অনেক বড়। কলকাতা ইউনিভারসিটিতে পড়েন। গোগোলকে খুবই ভালবাসেন।

বাড়িতে ঢোকবার দরজা খোলাই ছিল। সরু প্যাসেজ দিয়ে ঢুকে, বাঁ দিকে নীচের তলায় বসবার ঘর। বসবার ঘরের বাইরে দালান। দালানের উত্তর দিকে, দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। লম্বা চওড়া দালানেই খাবার টেবিল, আর ফ্রিজ রয়েছে। টেবিলে বসে তখন আন্টির দাদা আর ছোট ভাই খাচ্ছিলেন। ছোট ভাইয়ের ডাকনাম ভানু। তিনি গোগোলকে দেখলেই বলেন, "এই যে জুনিয়ার ব্যোমকেশ বক্‌সী, নতুন কিছু ঘটল নাকি ?"

কথাটা শুনলেই গোগোল খুব লজ্জা পায়। হেসে মাথা নাড়ে। আজও তিনি খাবার টেবিল থেকে বলে উঠলেন, "হ্যালো জুনিয়ার ব্যোমকেশ বক্‌সী, কোনো ডাকাত-টাকাত ধরলে নাকি ?"

গোগোল লজ্জা পেয়ে, মাথা নেড়ে হাসল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। পরশুর ডাকাতির কথাটা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সেটা এঁদের বলবার মতো নয়, তবে সুলোচনা আন্টিকে নিশ্চয়ই বলবে। গোগোল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের বই পড়েছে। খুব ইচ্ছে, বড়দের বইও পড়ে। বাড়িতে আছেও। কিন্তু বড়দের জন্য লেখা বইয়ে হাত দেওয়া ওর নিষেধ। সেটা ঠিকই। তবে বাবা নিজেই অনেক সময় বড়দের গল্প ছোটদের মতো করে ওকে শুনিয়ে দেন। ব্যোমকেশ বক্‌সী কেমন ধরনের গোয়েন্দা বাবার মুখ থেকে গল্প শুনলেই বুঝতে পারে। ছোটদের গল্পে ব্যোমকেশ বক্‌সীকে সেরকম করে যেন পাওয়া যায় না। তাঁর গোয়েন্দাগিরির ধারাও অন্যরকম। উনি খুব চিন্তা করেন। গোগোলের মনে হয়, অশোক ঠাকুরও চিন্তা করেন। তবে উনি অনেক ছেলেমানুষ, আর সত্যিকারের চোখে দেখা মানুষ।

www.BanglaBook.org

গোগোল দোতলায় উঠে, সামনের ব্যালকনিতে গেল। সুলোচনা আন্টি তখন সেখানে নেই। ডান পাশের প্রথম ঘরটিই তাঁর। গোগোল সে-ঘরে ঢুকল। একটি একজনের শোবার মতো খাট। ব্যালকনির জানলা ঘেঁষে খাটের বিছানা পাতা। ঘরে ঢুকে, দরজার ডান দিকে একটি টেবিল, মুখোমুখি দুটো চেয়ার। পুব দিকের জানালা খোলা। পশ্চিম দিকে, উত্তরে বাথরুমের দরজা বন্ধ। আন্টি পশ্চিম দিকের জানালা খুলতে-খুলতে বললেন, "বোসো। যে-আঁকগুলো কষতে দিয়েছিলুম, কষে এনেছ?"

গোগোল জানে, সুলোচনা আন্টি এ-কথাটাই প্রথম জিজ্ঞেস করবেন। বলল, "এনেছি।"

সুলোচনা আন্টি এসে চেয়ারে বসলেন। গোগোল তারপরে বসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা ভাল আছেন?"

গোগোল ব্যাগ থেকে বই-খাতা বের করতে করতে বলল, "হ্যাঁ ভাল আছেন। পরশুর ডাকাতির খবরটা পড়েছেন?"

আন্টি ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের ডাকাতি? কোথায়?"

গোগোল একটু ঘাবড়ে গেল। ভাবল, আন্টি ডাকাতির কথা শুনে রেগে গেছেন। ও মুখ নিচু করে, আগে আন্টির দেওয়া অঙ্ক-খাতাটা এগিয়ে দিল। আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? জবাব দিলে না?"

গোগোল মুখ তুলে আন্টির দিকে তাকাল। দেখল, তাঁর মুখে রাগের ভাব নেই। বরং একটু যেন হাসছেন। গোগোল ভরসা পেয়ে বলল, "পরশু দিন একটা ডাকাতি হয়েছিল না? গতকাল যার খবর বেরিয়েছে কাগজে?"

আন্টি বললেন, "হ্যাঁ, খবরটা পড়েছি, মনে আছে। তা, তুমি কি সেই ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের খবর পেয়েছ নাকি?"

গোগোল লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়ল। বলল, "না। স্কুলে যাবার সময়, আমাদের চোখের সামনেই ডাকাতিটা হয়েছিল। আমি ওরকম ঘটনা কখনো দেখিনি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখলে ? খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।"

গোগোল ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল। আন্টি বললেন, "সাংঘাতিক ঘটনা ! যাই হোক, এখন ওসব ছেড়ে অঙ্ক নিয়ে বসা যাক। যে-গুলো করে এনেছ, আমি সেগুলো আগে দেখি। তার মধ্যে তুমি আগের ভুল অঙ্কগুলো আর-একবার শুধরে নাও। সেগুলোও কিন্তু আমি দেখব।"

গোগোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে, খাতা আর অঙ্কের বই বের করল। ডটপেনও ছিল ব্যাগের মধ্যে। খাতা খুলে, আগের রবিবারের ভুল করা অঙ্কগুলোর দিকে নজর দিল। যদিও আন্টি সবই শুধরে দিয়েছেন। তবু ওকে নতুন করে নিজেকে আবার অঙ্কগুলো করতেই হবে।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে আন্টির জন্য এক কাপ চা নিয়ে এল বাড়ির কাজের লোক। আর গোগোলের জন্য দুটো বিস্কুট, এক কাপ গোলা চকোলেট। এক ঘণ্টা পরে, দশ মিনিট ছুটি। আন্টি বললেন, "ডাকাতদের নিয়ে তোমার মাথায় এত বুদ্ধি খেলে, অথচ অঙ্ক তোমাকে নাস্তানাবুদ করে। আসলে ব্যাপারটা কী জানো ?"

গোগোল লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়ল। আন্টি বললেন, "অঙ্কে তোমার মনোযোগ নেই। মনোযোগ না থাকার কারণ হল, অঙ্ককে তুমি ভয় পাও। অথচ অঙ্ক হচ্ছে এমন একটা বিষয়, হিসাব ঠিক থাকলে, কোনোরকমেই ভুল হবার উপায় নেই। ভয় হল সব থেকে খারাপ, সব কিছু গুলিয়ে দেয়। তুমি নিজেও দেখেছ, ডাকাতরা কখন সব গোলমাল করে ফেলে। যখন ওরা ভয় পায়। ভয় পেলেই এলোমেলো কাণ্ডকারখানা শুরু করে দেবে। ঠিক তাই নয় কি ?"

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

আন্টি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "বিস্কুট খাও। কিন্তু ডাকাতরা হল অপরাধী। ভয় তারা পেতেই পারে। কিন্তু তুমি তো আর অপরাধী নও। তাহলে অঙ্ককে এত ভয় পাবার কী আছে ?"

www.BanglaBook.org

আন্টিকে হাসতে দেখে গোগোলও হাসল। আন্টি চা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "তুমি ইচ্ছে করলেই খুব ভাল আঁক কষতে পারো। ভয়টা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। তুমি খাও, আমি আসছি।"

আন্টি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোগোল বিস্কুট খেতে খেতে, গোলা চকোলেটের কাপে চুমুক দিল। আর আন্টির কথাগুলো মনে-মনে ভাবতে লাগল। কথাটা উনি মিথ্যে কিছু বলেননি। সত্যি, অঙ্ক দেখলেই যেন ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এ ধরনের কথা আন্টি আগেও বলেছেন। কেন যে অঙ্ক কষতে গেলেই ওর সব গুলিয়ে যায়, বুঝতে পারে না।

গোগোলের বিস্কুট আর গোলা চকোলেট খাওয়া শেষ হয়ে গেল। টেবিল থেকে উঠে ও বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে, এ জানালা দিয়ে একবার সেই বাড়িটার দিকে তাকাল। তাকাতে গিয়েই, ওর মাথাটা যেন ঘুরে গেল। চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। ও কি ঠিক দেখছে? জানালার গ্রিলে মুখ ঠেকিয়ে, পাশের বাড়ির পাঁচিলের ধারে ভাল করে তাকাল। কোনো ভুল নেই। সেই গাড়িটা! খয়েরি রঙ, আর ডান দিকে মাথার ওপরে রং চটে যাওয়া মেটে দাগ। অনেকটা ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো। সেই গাড়ি! আর গাড়িটা রয়েছে আন্টিদের বাড়ির ঠিক গায়ে, পাঁচিলের ওপারে। পাশে আর একটা পুরনো ভ্যানগাড়িও রয়েছে।

গোগোল চোখ তুলে বাড়িটার দিকে দেখল। দরজা-জানালা যেমন বন্ধ থাকে, তেমনি আছে। উত্তর দিকে, পাঁচিলের গা ঘেঁষে কয়েকটা ঘরের সামনে দু তিনটি গরিব ছেলেমেয়ে খেলা করছে। একটা তোলা উনুন জ্বলছে ঘরের বাইরে। গোগোল আবার গাড়িটার দিকে তাকাল। কোনো সন্দেহ নেই, এই সেই গাড়ি! এ গাড়িতেই ডাকাতরা পালিয়েছিল। গোগোল গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখল। আশ্চর্য! ডব্লিউ বি নেই। প্লেটে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, এম আর

www.BanglaBook.org

পি ২৩২। অথচ ওর স্পষ্টই মনে আছে, গাড়ির ভিতরে কোনো ছেলে নাম্বারটা বলেছিল, ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন। ডব্লিউ বি'র পরের অক্ষরটা পড়া যায়নি।

"কী হল ? এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ ?" আন্টির বিরক্ত ঝাঁজালো স্বর শোনা গেল।

গোগোল চমকে পিছন ফিরল। তাড়াতাড়ি এসে নিজের জায়গায় বসল। আন্টি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তোমার বলো তো ? তোমাকে এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন ? কী দেখছিলে তুমি ওদিকে ?"

গোগোল সত্যি কথা বলবে ভেবেও বলতে পারল না। অন্যায় জেনেও বলতে পারল না। আন্টি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। মাকে টেলিফোন করে এমন কিছু বলবেন, মা'ও রেগে যাবেন। ও বলল, "আমি ঐ পুরনো বাড়িটার দিকে দেখছিলাম।"

আন্টি বললেন, "সে তো তুমি অনেকবার দেখেছ। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ভূত দেখেছ !"

তা সত্যি। ওই গাড়িটার বদলে ভূত দেখলেও গোগোল এতটা চমকে উঠত না। ও বলল, "বাড়িটাকে দেখলেই আমার কেমন ভুতুড়ে মনে হয়।"

আন্টি হেসে বললেন, "ভুতুড়ে মনে হয়, কিন্তু ভূত তো দেখনি ! তবে এত উত্তেজনা কিসের ? নিশ্চয়ই নিজের মনে অনেক কিছু ভেবেছ আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছ, তাই না ?"

গোগোল মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে না পেরে, মনটা খারাপ হয়ে গেল। আন্টি নতুন অঙ্ক নিয়ে বসলেন। গোগোল মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল। তবে সবই বৃথা। গোগোলের চোখে ভাসছে সেই গাড়ি। ফলে, নতুন অঙ্ক বুঝতে গিয়ে, প্রতি পদে ভুল করতে লাগল। আন্টি রেগে গেলেন। বললেন, "হবে না, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। আজ তোমার বাবা যখন তোমাকে নিতে আসবেন, আমি বলে দেব। তোমাকে যেন আর না পাঠান। আমি

www.BanglaBook.org

আর তোমাকে পড়াতে পারব না।"

গোগোলের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ও না বলে পারল না। "আন্টি, আমি ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের সেই গাড়িটা দেখেছি!"

আন্টি ভ্রূ কুঁচকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায়?"

"আপনাদের বাড়ির ওপাশের পাঁচিলের ধারেই।"

আন্টি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন গিয়ে জানালার সামনে। বললেন, "এই যে পুরনো ভ্যানটা দাঁড়িয়ে আছে, এটা?"

গোগোল চেয়ারে বসেই বলল, "না, তার পাশে যে খয়েরি রঙের অ্যামবাসাডরটা রয়েছে, সেটা।"

আন্টি মুখ ফিরিয়ে গোগোলের দিকে তাকালেন। তেমনি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বললেন, অ্যামবাসাডর আবার কোথায় দেখলে? ওদিকের পাঁচিলের ধারে তো একটা ভ্যানই শুধু রয়েছে।"

গোগোল লাফ দিয়ে উঠে, জানলার কাছে গেল। দেখল, সত্যি, সে-গাড়িটা নেই। কেবল ভ্যানটা দাঁড়িয়ে আছে। ও যেমন অবাক হল, তেমনি হতাশও হল। বলল, "কিন্তু আন্টি, আমি তখন সত্যি সেই গাড়িটাকে ভ্যানের পাশে দেখেছি। নাম্বার প্লেট লেখা ছিল, এম আর পি টু থার্টিটু। সেটা কোথায় গেল? আশ্চর্য!"

আন্টি গোগোলের হাত ধরে টেনে, চেয়ারে এনে বসিয়ে দিলেন। বললেন, "আর একটা গাড়ি দেখলেও তুমি ভুল দেখেছ। এম· আর· পি পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি নয়। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, যে-কোনো জায়গার গাড়ি হতে পারে। মণিপুর বা মেঘালয় হলেও আমি অবাক হব না। তুমি ভূতই দেখেছ। তবে আসল ভূত নয়, গাড়ির ভূত দেখেছ। এবার অঙ্কে মন দাও।"

গোগোল প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। আন্টিকে সত্যি কথাটা বলতে পেরে, ওর অন্যায় ভাবটা আর নেই। কিন্তু ও যে সেই গাড়িটাই দেখেছে, কোনো সন্দেহ নেই। আন্টি কেন বুঝতে পারছেন না, ডাকাতরা ইচ্ছে করেই অন্য প্রদেশের নাম্বার প্লেট লাগিয়েছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাকাতরা কি কখনও সত্যি নাম্বার লাগিয়ে গাড়ি চালায় ? গোগোল মন থেকে এসব ভুলে যাবার চেষ্টা করল। অঙ্কে মন দিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সেই গাড়ির খোঁজে

গোগোল আন্টির বাড়ি থেকে ফিরে, মাকে সেই গাড়ির কথা বলতে পারল না। আন্টির বাড়ি থেকে ফেরার সময় বাবাকেও বলতে পারেনি। অথচ কী করে চুপ করে থাকবে, বুঝতে পারছে না। এ যে সেই ডাকাতের গাড়িটাই দেখেছে, তাতে ওর মনে কোনো সন্দেহ নেই। বিকেলবেলা খেলতে নেমে, জর্জ, গোগে, পারভেজ কাউকেই কথাটা বলতে পারল না। এদিকে মন এত ছটফট করছে, ইচ্ছে হচ্ছে, এখনই ছুটে চলে যায়। আন্টিদের বাড়ির পাশে, সেই বাড়িতে। কিন্তু পিছন দিয়ে ঐ উঁচু পাঁচিল কিছুতেই টপকাতে পারবে না। বাড়িটার সামনে দিয়েই ঢুকতে হবে। বাড়িটার সামনের দিকে কোন্ রাস্তা, তাও ওর জানা নেই। সব থেকে বড় কথা, গাড়িটা আর সেখানে আছে কি না, তাই বা কে বলতে পারে? এটাও একটা ভোজবাজির মতো ঘটনা। গাড়িটা ঐটুকু সময়ের মধ্যে কোন্ দিকে নিয়ে গেল? নিশ্চয় চালিয়ে নিয়ে গেছে। গোগোল আন্টির ঘর থেকে এঞ্জিনের শব্দও শুনতে পায়নি।

এই রকম সাত পাঁচ ভাবছে। এমন সময় বিজিত এল গোগোলদের বাড়িতে। ও মাঝে-মাঝে, শনি-রবিবারে বিকেলের দিকে গোগোলের কাছে আসে। ওদের বাড়ি কাছেই। বিজিতের একটা চোখ নেই। ও চশমাও পরে না। মা বিজিতকে খুব ভালবাসেন। গোগোল বিজিতের দেখা পেয়েই খুশিতে আর উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। ওকে নিজেদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবার আগে, গাড়ির ব্যাপারটা সব নীচেই বলল। শুনে বিজিতও উত্তেজিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "তুই ঠিক বলছিস, সেই গাড়িটাই

www.BanglaBook.org

দেখেছিস্ ?"

গোগোল বলল, "আমার কোনো ভুল হয়নি। আমি খুব ভাল করে দেখেছি। সেই খয়েরি রঙের গাড়ি, মাথার সামনের দিকে রঙ চটা মেটে দাগ, ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো। শুধু নাম্বার প্লেটটা বদলানো।"

বিজিত বলল, "নাম্বার প্লেটটা বদলাতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরের নাম্বার কেন লাগিয়েছে ?"

গোগোল বলল, "তাতে অনেক সুবিধে। নাম্বার দেখে কলকাতার পুলিশ ভাববে, ওটা বাইরের গাড়ি।" বলেই গোগোল থম্‌কে গেল। ওর চোখেমুখে নতুন ভাবনা দেখা দিল। বলল, "বিজিত, এও হতে পারে গাড়িটা নিয়ে হয়তো এ-দেশ ছেড়ে ওবেলাই পালিয়ে গেছে। সেজন্যই বাইরের নাম্বার প্লেট লাগিয়েছে। ওদের আর ধরা যাবে না।"

বিজিত চমকে উঠে বলল, "ঠিক বলেছিস্ তো গোগোল। তুই গাড়িটা দেখে, দশ মিনিটের মতো সময় আন্টির সঙ্গে কথা বলেছিস্। তারপরেই দেখা গেল, গাড়িটা আর সেখানে নেই। তার মানে— ।"

বিজিত কথা শেষ করল না। গোগোল আঙুলের নখ চিবোচ্ছে। দু'জনেই উত্তেজিত। বিজিত গোগোলের মুখের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "তোর কী মনে হয় গোগোল ?" গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এখুনি সেই বাড়িটাতে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি, গাড়িটা এখনও সেখানে আছে কি না।"

বিজিত ওর এক চোখে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা গোগোল, পুলিশকে খবর দিলে হয় না ? তা হলে পুলিশ এখনই সেই বাড়িতে হানা দিতে পারে।"

গোগোল বলল, "তা হয়তো পারে। কিন্তু ওখানে গিয়ে পুলিশ যদি সেই গাড়িটা না দেখতে পায়, তা হলে ভাববে, আমরা বাজে কথা বলেছি। তার চেয়ে চল্ একবার সেই বাড়িতে যাই। বাড়িটার

www.BanglaBook.org

সামনের দিকে গেলে বোঝা যাবে, ওখানে কারা থাকে, কী করে। আর ওখানে কী ঘটছে না ঘটছে, তাও জানা যাবে । আর গাড়িটা যদি দেখতে পাই, তা হলে তো কথাই নেই। তখুনি গিয়ে পুলিশকে খবর দেব।"

বিজিত ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "তাই চল্ যাই। যাবার আগে আমাদের বাড়িতে গিয়ে—"

বিজিতকে কথা শেষ করতে না দিয়ে, গোগোল বলল, "বাড়িতে বলে যাবি ? তা হলে যেতে দেবে না।"

বিজিত বলল, "না না, বাড়িতে ওসব কথা কিছু বলব না। সাইকেলটা নেব। দুজনে সাইকেলে চেপে সেখানে যাব। তা হলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।"

জর্জ গোগে পারভেজরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে গোগোল আর বিজিতকে দেখছিল। ওদের দুজনকে গেটের বাইরে চলে যেতে দেখে, জর্জ ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "গোগোল, তোরা কি চলে যাচ্ছিস ?"

বিজিত রেগে উঠে বলল, "জর্জটা তো আচ্ছা ছেলে। পিছু ডাকল।"

গোগোল এ রকম কথা আগেও শুনেছে। মা এরকম বলেন। কিন্তু কোথাও যাবার সময় পিছু ডাকলে কী হয় ? গোগোল জিজ্ঞেস করল, "পিছু ডাকলে কী হয় ?"

বিজিত বলল, "কাজে বাধা পড়ে। এখন আমরা একটা খুব বড় কাজে যাচ্ছি। এ সময়ে পিছু ডাকাটা মোটেই ভাল নয়।"

গোগোল বিজিতকে কিছু বলল না। ওপরের দিকে তাকিয়ে ওদের ফ্ল্যাটের জানালা দেখল। মা সেখানে নেই। ও জর্জকে ইংরেজিতে বলল, "আমি একটু বিজিতদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।"

গোগোল আর বিজিত প্রায় দৌড় লাগাল। বিজিতদের বাড়ি কাছেই। দৌড়ে যেতে সময় লাগল দু'মিনিট। ওদের বাড়িটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দোতলা। সামনে ছোটখাটো একটা বাগানও আছে। বিজিত বলল, "তুই বাইরেই দাঁড়া। আমি সাইকেলটা নিয়ে এখুনি আসছি।"

গোগোল মাথা ঝাঁকাল। বিজিত ছুটে বাড়ির মধ্যে গেল। বিকেলের রোদ এখনও আছে। সন্ধ্যার অনেক আগেই ওরা ফিরে আসতে পারবে। এক মিনিটের মধ্যেই বিজিত লাল রঙের সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, "গোগোল, তুই সামনে রডের ওপর বসতে পারবি তো? পিছনে কেরিয়ার নেই।"

গোগোলের সে অভ্যাস আছে, মামাবাড়ি গিয়ে। নিজেই কেবল সাইকেল চালায় না, কেউ চালালে, সামনের রডে ও পা ঝুলিয়ে বসতে পারে। তবে কলকাতায় সাইকেল চালানোর ব্যাপারে বাবা-মায়ের খুবই আপত্তি। গোগোলকে সাইকেল কিনে দেওয়া হয়নি। চালাবার কোনো কথাও নেই। বলল, "খুব পারব।"

বিজিত ফুটপাতের ধারে সাইকেল দাঁড় করিয়ে বলল, "তবে উঠে পড়।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আমাকে নিয়ে চালাতে পারবি তো?"

বিজিত হেসে বলল, "তোর চেয়ে বড়দের নিয়ে আমি সাইকেল চালাতে পারি। আমি তোর থেকে লম্বা আছি। সিটে বসে মাটিতে পা রাখতে পারি। আমি আগে সিটে বসি। তারপরে তুই বোস্।"

বিজিত সিটে বসে, মাটিতে পা রাখল। গোগোল হ্যাণ্ডেলের সামনে রডের ওপর বসল। বিজিত প্যাডলে পায়ের চাপ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, "কোন রাস্তায় যাব?"

গোগোল যে-রাস্তায় সুলোচনা আণ্টির বাড়ি যায় সে-রাস্তার কথা বলল। গাড়িতে গেলে, সাত আট মিনিট লাগে। বিকেলে অফিস ছুটির ভিড়। রাস্তায় বাস ট্রাম ট্যাক্সির ভিড় বেশি তবু বিজিত পনরো মিনিটের মধ্যেই আণ্টির বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। আণ্টির বাড়ি দেখেই গোগোলের আতঙ্ক হল। যদি একবার দেখতে পান, রক্ষা নেই। আগামীকাল সকালে জবাবদিহি করতেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তা ছাড়া খবরটা টেলিফোনে মা-বাবার কাছেও

www.BanglaBook.org

পৌঁছে যাবে। কিন্তু ভাগ্য ভাল। দেখল, আন্টিদের বাড়ির বাইরে বা দোতলার ব্যালকনিতে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। ও বলল, "বিজিত, এখানটা খুব তাড়াতাড়ি চালিয়ে চল্। ডান দিকের বাড়িটাই আমার আন্টির বাড়ি।"

বিজিত তাড়াতাড়ি প্যাড্‌লে পা চালিয়ে বলল, "কিন্তু আমরা যাব কোন্ বাড়িটায় ?"

গোগোল হাত তুলে, লম্বা উঁচু পাঁচিলটা দেখিয়ে বলল, "এই পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটায়। এ বাড়িটার মধ্যেই আজ সকালে আমি সেই গাড়িটা দেখেছিলাম।"

বিজিত বলল, "তা হলে পাঁচিলটার পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হবে। পাঁচিলটা নিশ্চয় এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে, যেখানে ঢোকবার গেট আছে।"

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তাই মনে হয়। আন্টিদের জানালা দিয়ে বাড়িটা দেখে আমার মনে হয়েছে, ভেতরে ঢোকবার গেটটা পশ্চিম দিকে।"

পাঁচিলটা ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। পাঁচিলের ধারে ফুটপাতে অনেক গরিব মানুষ সংসার পেতে রয়েছে। তারা ইঁটের উনোন করে, আগুন জ্বেলে, হাঁড়িতে রান্না চাপিয়েছে। আন্টিদের বাড়ির আগেও এরকম দেখা যায়। মাঝখানে খানিকটা জায়গায় এরা নেই। আবার এদের দেখা যাচ্ছে। গোগোল এদিকটায় কোনো দিন আসেনি। আরও খানিকটা যাবার পরে, বাঁ দিক থেকে একটা মাঝারি চওড়া রাস্তা দেখা গেল। এখানেই সেই গরিব ঘরদরজা ছাড়া মানুষগুলোর আস্তানা শেষ। ভাঙাচোরা ফুটপাত ফাঁকা। রাস্তায় লোকজন খুব বেশি নেই। মাঝে-মাঝে দু'একটা গাড়ি যাতায়াত করছে। পাড়াটার চেহারা বেশ ভদ্র হয়ে উঠছে। এক জায়গায় দেখা গেল, তিন চারটে ছেলে রাস্তার ওপরেই পা দিয়ে ফুটবল পেটাচ্ছে। বিজিত খেলার জায়গাটা সাবধানে পার হল। তবু একবার বলটা প্রায় ওদের সাইকেলের ওপর এসে পড়েছিল। সেটা যে ইচ্ছে করেই মারা

www.BanglaBook.org

হয়েছে, বোঝা গেল, ছেলে ক'টির হাসিতে। কিন্তু পাঁচিলটার কি শেষ নেই ? ওরা পাঁচিলের ধার দিয়ে চলছে তো চলছেই।

গোগোল বলে উঠল, "বিজিত, থাম্। গেটটা সামনেই।"

বিজিত তৎক্ষণাৎ সাইকেলের ব্রেক কষে, রাস্তায় পা ঠেকাল। পাঁচিলটা হঠাৎ এমনভাবে খানিকটা ভিতরে ঢুকে গেছে, আগে থেকে চোখেই পড়েনি, পাঁচিল শেষ। পাঁচিলের দু'পাশ গোল হয়ে, পাক খেয়ে খানিকটা ভিতরে ঢুকেছে। খোলা গেট দুটোর কাঠের পাল্লা সেখানেই। গেটের সবুজ রংও উঠে গেছে, কাঠ বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু সামনে কোনো সিঁড়ি বা দরজা নেই। এদিকেও, কয়েকটা বড় জানালা বন্ধ। লোকজন চোখে পড়ছে না।

গোগোল সাইকেলের রড থেকে নেমে দাঁড়াল। অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, "এদিকটায় তো দেখছি কেবল জানালা। দরজা নেই। তা হলে বাড়ির সামনের দিকটা কোথায় ?"

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই, একটা রংচটা ঝরঝরে গাড়ি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। হেড লাইটের কাঁচ নেই। দেখে মনে হয়, বিরাট বড়-বড় দুটো গর্তের ভিতর থেকে তাকিয়ে আছে। গাড়িটা যে চালাচ্ছিল, তাকে অনেকটা মিস্তিরির মতো মনে হল। সে গোগোলদের দিকে না তাকিয়ে, রাস্তার ডান দিকে ঘুরে চলে গেল।

বিজিত জিজ্ঞেস করল, "কী করবি গোগোল ?"

গোগোল বলল, "এসেছি যখন, একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসি। ভেতরে যে কী আছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যে-গাড়িটা বেরিয়ে গেল, সেটা তো রংচটা একটা পুরনো গাড়ি। মডেলটাও আলাদা। চল, ভেতরে যাই।"

বিজিত একটু ভেবে বলল, "ভেতরে গেলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কী চাই, তাহলে কী বলব ?"

গোগোল চট্ করে কোনো জবাব দিতে পারল না। কারণ সেরকম কিছু ও ভাবেইনি। অথচ বিজিত ঠিক কথাই বলেছে। ভিতরে যাই থাকুক, লোকজন নিশ্চয় আছে। তারা ওদের দুজনকে দেখলে, কিছু

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করবেই। লোকজন যারা থাকবে, তারাই বা কীরকম লোক, কে জানে! যে-বাড়ির ভিতরে ডাকাতের গাড়ি থাকে, সে-বাড়ির লোক কেমন হতে পারে? অথবা হয়তো এ-বাড়ির লোকেরা কিছুই জানে না। গোগোল কী জবাব দেবে, কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, "চল্ তো আগে ভেতরে যাই। সেই গাড়িটা এখনও আছে কি না, একবার দেখেই চলে আসব। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, আন্টিদের বাড়িটা দেখিয়ে বলব, আমরা ও বাড়িতে থাকি। এমনিই একটু দেখতে এসেছি।"

বিজিতের এক চোখের দৃষ্টিতে একটু যেন দোনামোনা ভাব। তবু ও গোগোলের সঙ্গে, সাইকেল নিয়ে, গেটের ভিতরে ঢুকল। দেখা গেল, বাড়ির সামনেটা এদিকেই। একটু দক্ষিণ দিকে। বড় বড় পাথরের সিঁড়ি ওপরের চওড়া বারান্দায় উঠে গেছে। সিঁড়ির পাশেই, ডান দিকে একটা টিনের শেড। শেডের ভিতরে আলো জ্বলছে। ভিতরে কয়েকটা গাড়ি। প্রাইভেট আর ভ্যান গাড়ি। লোকজন গাড়ি মেরামতের কাজ করছে। গেটের বাঁ দিকে, একটা কাঠের পার্টিশন। ভিতরে যাবার মতো খানিকটা জায়গা খোলা। ঐ দিক থেকে একটা যন্ত্রের শব্দ ভেসে আসছে। অনেকটা ছাপার কারখানার মতো।

গোগোল প্রথমেই লক্ষ করে, শেডের ভিতরে দেখল। কয়েকটা গাড়ির মধ্যে সেই গাড়িটা নেই। শেডের ভিতরের লোকেরা কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল না। গোগোল সেদিকে এগিয়ে গেল। বিজিত সাইকেল নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। গোগোল সিঁড়ির সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। বারান্দায় টুলের ওপর একটা লম্বা চওড়া লোক বসে আছে। খালি গা, পাজামা পরা। গলায় একটা ছোট সাদা তোয়ালে। লোকটার গায়ের রঙ ফরসা। মুখটা একটু লালমতো। কুচকুচে কালো একজোড়া গোঁফ। মাথার কালো চুলে তেল চকচক করছে। লোকটা ভাল না মন্দ কিছু বোঝবার জো নেই। সে গোগোল আর বিজিতের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

গোগোলের তখনই চোখে পড়ল, বারান্দার ওপর খোলা দরজা

www.BanglaBook.org

ঘরের ভিতরে। ঘরে তেমন আলো নেই। কিন্তু দু'তিন জন লোককে ছায়ার মতো দেখা গেল। তারা একটা টেবিল ঘিরে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কথাবার্তা কিছুই শোনা যাচ্ছে না। টুলের ওপর বসা লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কে তোমরা ? কাকে চাও ?" গোগোল বা বিজিত হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারল না। আর একটা ব্যাপার ওদের চোখেই পড়ল না। উত্তর দিকের কাঠের পার্টিশানের আড়াল থেকে একটা ষণ্ডামতো লোক ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। টুলে বসা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমরা গ্যারেজে কোনো গাড়ির খোঁজে এসেছ ? নাকি প্রেসের কারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ?"

লোকটির কথায় জানা গেল, এখানে মোটর গাড়ি মেরামতের গারাজ আছে। প্রেসও আছে। প্রেসের শব্দটা তা হলে ভুল শোনেনি। গোগোল চটপট ঠিক করে নিয়ে বলল, "আমরা প্রেসে এসেছিলাম। কিন্তু প্রেসটার নাম জানি নে।"

লোকটা গোঁফ ছড়িয়ে হেসে বলল, "যে-প্রেসে এসেছ, তার নামই জানো না ? কোথায় থাক তোমরা ?"

গোগোল সুলোচনা আন্টির বাড়ির ঠিকানা বলে আঙুল তুলে দেখাল। বলল, "এ বাড়িটার পুব দিকেই আমাদের বাড়ি। এ বাড়িটা দেখা যায়।"

লোকটা গোগোলের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল বটে, কিন্তু হেসেই বলল, "তা তোমরা প্রেসে কী ছাপতে দেবে ? স্কুলের ম্যাগাজিন ? নাকি তোমরা নিজেরাই পত্রিকা ছেপে বের করবে ?"

গোগোলের কথা আটকে গেল। চট করে কোনো জবাব খুঁজে পেল না। বিজিত বলল, "না, পত্রিকা না। আমরা সরস্বতী পুজো করি তো। তার একটা সুভেনির ছাপতে দেব।"

গোগোল আর বিজিতের কথা শুনলেই বোঝা যায়। মিথ্যা কথা বলা ওদের অভ্যাস নেই। অথচ ওরা মিথ্যে কথা বলছে। আর ওদের কথা শুনে লোকটা যেন মজা পেয়ে হাসছে। সে বলল,

www.BanglaBook.org

"সুভেনির ছাপবে, তাও সরস্বতী পুজোর ? এখন তো মাত্র বৈশাখ মাস ! এখন থেকেই সরস্বতী পুজোর তাড়া লেগে গেছে ? কিন্তু এখানে তো প্রসেসিং হয় । অফ্‌সেট প্রিন্টিং যাকে বলে । আগে তো তোমাদের আর্ট ওয়ার্ক করিয়ে আনতে হবে । সে-সব কোথা থেকে করাবে ?"

গোগোল এই সুযোগে বলল, "আমরা অফসেটে ছাপার কথা ভাবিনি । আর্ট ওয়ার্ক আর প্রসেসিং কাকে বলে, তাও জানিনে । আপনাদের প্রেসটা আমাদের একটু দেখতে দেবেন ?"

লোকটি হেসে বলল, "হ্যাঁ, কেন দেব না ! এসো, আমার সঙ্গে এসো ।"

লোকটি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল । গোগোল বিজিত দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল । বিজিতের চোখেমুখে ভয় আর অনিচ্ছা । ওর প্রেস দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা একটুও নেই । গোগোল ভাবছে, প্রেসটা দেখতে গিয়ে, সেই গাড়িটা হয়তো চোখে পড়ে যেতে পারে । বিজিত বলল, "গোগোল, তুই প্রেস দেখে আয় । আমি সাইকেল নিয়ে এখানেই দাঁড়াচ্ছি ।"

গোগোল দু পা সিঁড়ির দিকে বাড়িয়েছিল । পিছন ফিরে বিজিতের দিকে দেখতে গিয়ে, সেই ষণ্ডামতো লোকটাকে চোখে পড়ল । কালো বেঁটেখাটো লোকটার গায়ে ট্রাউজার আর হাতকাটা গেঞ্জি । শরীরের মাংসপেশীগুলো যেন পাথরে খোদাই করা । চওড়া মুখে একজোড়া গোঁফ । থ্যাবড়া মোটা নাকটা দেখলে মনে হয়, মাঝখানে ভেঙে গেছে । চোখ দুটো ছোট আর জ্বলজ্বলে । দেখলেই কেমন খারাপ লাগে । লোকটাকে দেখেই গোগোলের মনটা চমকে উঠল । কখন যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি । এখন লোকটাকে দেখে, গোগোলের আর প্রেস দেখার ইচ্ছা হল না । বরং কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে, ও আর বিজিত বোধহয় ফাঁদে পড়ে গেছে । কিন্তু এখন ভয় পাওয়ার ভাব দেখালে, এদের সন্দেহ হতে পারে । ও বিজিতকে বলল, "চল্ না, প্রেসটা দেখেই চলে আসব । সাইকেলটা

www.BanglaBook.org

এখানেই রেখে যা।"

বারান্দার ওপরের লোকটি ভালমানুষের মতো বলল, "হ্যাঁ, সাইকেলটা ওখানেই স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখো। কেউ নেবে না। এখানে সব লোকই আমাদের।"

বিজিতও তখন পিছনের ষণ্ডামতো লোকটাকে দেখতে পেয়েছে। ওর ভয় আরও বেড়ে গেল। অথচ গোগোলের কথা না শুনে চলে যেতেও পারছে না। বাধ্য হয়েই ও সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে, গোগোলের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠল। পিছন ফিরে দেখল, ষণ্ডামতো লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই রয়েছে। ওরা সামনের ঘরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। অন্য দিকের জানালা দরজা বন্ধ থাকায় বিকেলের শেষে রীতিমত অন্ধকার দেখাচ্ছে। গোটা ঘরটাকে দেখা যায় না। কোথায় কী আছে, চোখে পড়ে না। কেবল একটা টেবিল ঘিরে তিন জনকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছিল। গোগোল আর বিজিতকে দেখে, খালি-গা ফরসা লোকটির দিকে অবাক চোখে তাকাল। তাদের অবাক চোখে সন্দেহ আর জিজ্ঞাসা। খালি-গা ফরসা লোকটি হেসে বলল, "এই ছেলে দুটি আমাদের প্রেস দেখতে এসেছে। সরস্বতী পুজোর সুভেনির ছাপাতে চায়।"

তিনটি লোকই এবার গোগোল আর বিজিতের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। কিন্তু কেউ একটা কথাও বলল না। কেবল একজন গম্ভীর মুখে, আস্তে একবার মাথা ঝাঁকাল। গোগোল লোক তিনটিকে দেখল। কারোরই বয়স পঁচিশ ত্রিশের বেশি নয়। তিনজনের গায়ে ঝকমকে রংচঙে প্যাণ্টশার্ট। দু'জনকে দেখে বেশ লম্বা মনে হয়। একজন একটু খাটো। একজনের মুখে গোঁফদাড়ি আছে। বাকি দুজনের মুখ পরিষ্কার কামানো। মুখ দেখে খারাপ ভাল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল তাদের মুখের ভাব যেন কেমন শক্ত। চোখগুলো যেন বাঘের মতো জ্বলজ্বলে, আর লাল। চোখে চোখ পড়লে গা ছম্‌ছম্‌ করে।

www.BanglaBook.org

খালি-গা লোকটা ওদের ডাকল, "এসো।"

গোগোল দেখল, ঘরের পুব দিকে একটা খোলা দরজার দিকে শেষ বিকেলের আলো দেখা যাচ্ছে। লোকটি সেই দিকেই গেল। গোগোল আর বিজিত পিছনে পিছনে গেল। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল একটা বেশ লম্বা চওড়া দালানে। দালানের একটি মাত্র জানালা খোলা। সেই খোলা জানালা দিয়েই আলো আসছে। গোগোল জানালার বাইরে তাকাল। আন্টিদের বাড়িটা দেখা গেল না। কিন্তু ঘুঘুপাখির রঙের একটা গাড়ি দেখা গেল। দূরের পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটা নতুন ঝকঝকে। খালি-গা লোকটি তখন বাঁ দিকে ফিরেছে।। ডাকল, "এদিকে এসো।"

গোগোল আর বিজিত সেদিকে গেল। কিন্তু গোগোলের মাথায় তখন সেই গাড়ির ভাবনা। প্রেস দেখার ইচ্ছা ওর মোটেই নেই। তবু যেতেই হল। উত্তর দিকে দালানের বাঁয়ে একটা বড় ঘর। সেখানেই প্রসেসিং মেশিন চলছে। লোকজন কাজ করছে। ঘরের উত্তর দিকে একটা দরজা। তার বাইরে একটু নীচে বড় একটা টিনের শেড। সেখানেও মেশিন চলছে। লোকেরা কাজ করছে। এখানে দিনের আলোর মতো আলো জ্বলছে। পাখা চলছে। কোনও অন্ধকার নেই।

গোগোল যেন গোলকধাঁধায় পড়ে গেল। যা দেখতে এসেছে, তার কোনো পাত্তা নেই। লোকটা প্রেস দেখাচ্ছে। যার মাথামুণ্ডু ও কিছুই বোঝে না। গোগোল নিজে থেকেই চলে গেল টিনের শেডের ভিতরে। ভাবল, সেখানে গেলে, পুব দিকে বাইরের খোলা জায়গা দেখা যেতে পারে। আর সেখানে সেই গাড়িটা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু পুবদিকে দেওয়াল তোলা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রেসের কাজের লোকেরা ওর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে। ওর সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। ওর চোখ পড়ল পশ্চিম দিকে। ওদিকে বাইরে যাবার বড় দরজা রয়েছে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়েই, থমকে গেল। দেখল সেই ষণ্ডামতো লোকটা দরজার সামনে

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

গোগোল পিছন ফিরে তাকাল। বিজিত পিছনের ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে। পাশে সেই খালি-গা ফরসা লোকটা। বিজিত টিনের শেডে আসেনি। গোগোল বিজিতের কাছে ফিরে গেল। এখন বুঝতে পারছে, মোটর গারাজের ভিতরে একবার যেতে পারলে ভাল হত। গারাজের ভিতর দিয়ে নিশ্চয়ই পিছনের খোলা মাঠে যাবার রাস্তা আছে। খালি-গা ফরসা লোকটা কাঁধের তোয়ালে দিয়ে মুখ আর গলা মুছল। বলল, "প্রেস দেখা তো হয়ে গেছে। এবার চলো বাইরে যাওয়া যাক।"

গোগোলও তাই চাইছিল। এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়াই ভাল। মোটর-গারাজে যেতে চাইলে, লোকটা কোনো সন্দেহ করতে পারে। তার চেয়ে, বাইরে গিয়ে, পুলিশকে খবরটা দেওয়াই দরকার। ব্যাঙ্ক-ডাকাতির গাড়িটা এখানে দেখা গেছে।

গোগোল আর বিজিত ফিরে এল সেই অন্ধকারমতো বড় ঘরটায়। সেই ঘরে ঢুকে দুজনেই চমকে উঠল। দেখল, বাইরে যাবার দরজা বন্ধ। ঘরে একটা খুব কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। সেই লোক তিনটি নেই। টেবিল চেয়ার ফাঁকা। খালি-গা লোকটা ঘরের দক্ষিণ দিকে পা বাড়াতে গোগোল বলল, "ওদিকে কী আছে?"

লোকটি বলল, "চলো, তোমাদের দোতলায় নিয়ে যাই। এসেই পড়েছ যখন, একটু মিষ্টি খেয়ে যাও।"

বিজিত রীতিমত জেদ করে বলল, "না, আমরা দোতলায় যাব না, মিষ্টিও খেতে চাই না। আমরা বাইরে যাব।"

লোকটার মুখে আর হাসি নেই। লালচে- ফরসা মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। চাপা গর্জন করে বলল, "যা বলছি, তাই করো। এখানে নিজের ইচ্ছেয় ঢোকা যায়, কিন্তু বেরোনো যায় না, বুঝেছ? এখন কথা না বাড়িয়ে চলো।"

গোগোল আর বিজিত দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল। গোগোলের থেকেও বিজিত বেশি ভয় পেয়েছে। সেটা ওর এক

www.BanglaBook.org

চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। গোগোল যা সন্দেহ করেছিল, তাই ঘটল। ওরা ফাঁদে পড়ে গেছে। বিজিতের একটা চোখই ছলছল করছে। বলল, "আমার সাইকেলটা ?"

লোকটি বলল, "সাইকেলের জন্য ভাবতে হবে না। ওটা ঠিক জায়গায় আছে। এখন এসো, তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তার পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নিই।"

লোকটি এবার গোগোল আর বিজিতকে পিছন থেকে প্রায় ঠেলেই, পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেই ঘরের দক্ষিণ পশ্চিমে দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি। লোকটি ওদের সেইদিকে নিয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বন্দী ও জেরা

গোগোল বিজিত বসে আছে একটা বড় গোলটেবিলের সামনে। ওদের মুখোমুখি বসেছে চারজন। নীচের ঘরে যে তিনজনকে বসে থাকতে দেখা গেছল তারা, আর ফরসা খালি-গা লোকটা। বড় আর পরিচ্ছন্ন ঘর। দুটো টিউবের আলো জ্বলছে। পাখা ঘুরছে মাথার ওপরে। নীচের ঘরগুলোর সঙ্গে দোতলার কোনো মিল নেই। ভিতরের দেওয়াল রঙ করা। সোফা সেট থেকে আসবাবপত্র সবই বেশ ঝকঝকে। যেদিকটায় সোফা সেট, সেখানে গালিচা পাতা। দুটো ঘরের খোলা দরজা দিয়ে, খাটের ওপর পরিষ্কার বিছানাও দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে দোতলায় কতগুলো ঘর আছে, বোঝবার উপায় নেই। টেলিফোন রয়েছে সোফার সামনে সেণ্টার টেবিলের ওপরে।

গোগোল আর বিজিত ওপরে উঠেই দেখেছে, বিজিতের সাইকেলটা ওপরের ঘরে, দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো। এখন ওদের সামনে, টেবিলে রয়েছে দুটো প্লেটের ওপর অনেক মিষ্টি খাবার। দু গেলাস জল। এসব দিয়ে গেছে একটি বুড়ো লোক। যাকে দেখলে ঠিক চাকর বলে মনে হয় না। তার পোশাক ভাল। চোখে চশমা, আর মিটমিট করে হাসছিল। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, ওরা দুজন বন্দী। খালি-গা ফরসা লোকটাই বলল, "চুপচাপ বসে থেকে লাভ নেই। খাবারগুলো খেয়ে নাও। তারপর যা জিজ্ঞেস করা হবে, চটপট তার জবাব দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।"

ঘরের ছেলেকে যে ওরা সহজে ঘরে ফিরে যেতে দেবে না, গোগোল তা বুঝে নিয়েছে। ও এখন কেবল বাড়ির কথা ভাবছে। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। বাড়িতে নিশ্চয়ই খোঁজখবর চলছে।

www.BanglaBook.org

বিজিতের বাড়িতেও একই ব্যাপার চলছে। বাড়ির কথা মনে করে গোগোলের কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কেঁদে কোনো লাভ হবে না, সেটাও ও জানে। বিজিতের এক চোখ দিয়ে এর মধ্যেই জল পড়তে আরম্ভ করেছে। ও কখনও এরকম অবস্থায় পড়েনি। গোগোলের যদি কান্না পেতে পারে, ওর অবস্থা তো আরও কাহিল।

গোগোল বলল, "আমাদের খিদে পায়নি।"

গোগোলের কথা শুনে, ওরা চারজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। খালি-গা ফরসা লোকটিই বলল, "ঠিক আছে, খিদে যখন পাবে, তখন খেলেই চলবে।" বলে সে তার নিজের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিচ্ছু দুটোকে হঠাৎ ওরকম ভেতরে ঢুকতে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কোনো খারাপ মতলব নিয়ে ঢুকেছে। মিথ্যে কথা বলছিল, মুখ দেখে আর কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। পাঁচ নম্বরের ডিউটি হচ্ছে, সব সময় গেটের দিকে নজর রাখা। কিন্তু পাঁচ নম্বর তখন গেটে ছিল না, দুটিতে টুক্ করে ঢুকে পড়েছে। আমি ভাবলাম, একবার যখন ঢুকে পড়েছে, দুটোকেই ভেতরে ঢোকাতে হবে, মতলবটা জানতে হবে। তাই আমি ইচ্ছে করেই প্রেসের কথা প্রথম বলেছিলাম। দেখলাম ওষুধ ধরে গেছে। দুজনকেই প্রেস দেখাতে নিয়ে গেলাম। কিন্তু ওরা যে প্রেস দেখতে আসেনি, তা আমি বুঝেছি। আর এই শ্রীমান যে বলল, পুব দিকের বাড়িটার কথা, ওটা পনরো নম্বর বাড়ি।" গোগোলকে দেখিয়ে সে বলল, "ও একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। ও বাড়িতে ও থাকে না। ওর বয়সী কোনো ছেলেই ও বাড়িতে নেই। ও পাড়ার সব বাড়ির খবর আমি জানি।"

গোগোল মনে-মনে অবাক হল। লোকটা ঠিক ধরেছে। আন্টিদের বাড়ি পনরো নম্বরই বটে। খালি-গা ফরসা লোকটার কথা শেষ হলে, চারজনেই আবার গোগোল বিজিতের দিকে তাকাল। যেন চারটে উপোসী বাঘ দুটো ভেড়ার দিকে তাকাল।

তিনজনের মধ্যে কেউ এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এবার

www.BanglaBook.org

একজন মুখ খুলল, "তিন নম্বর, এদের দেখে তো ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। এদের নাম জিজ্ঞেস করো। ঠিকানাই বা কী ?"

খালি-গা ফরসা লোকটি বলল, "তুমিই জিজ্ঞেস করো না কেন এক নম্বর। আমি তো প্রথম থেকেই দুটোর পেছনে লেগে আছি।"

বোঝা গেল, খালি-গা ফরসা লোকটা তিন নম্বর। এক নম্বর লোকটি একটু খাটো। গোঁফদাড়ি-কামানো মুখ। জুলফিজোড়া একটু লম্বা। মাথার চুল অল্প কোঁকড়ানো, ছোট করে কাটা। তার নেভি নীল জামা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলটদের জামার মতো দেখতে। সে গোগোল আর বিজিতের দিকে চোখ তুলে দেখল। কিন্তু নাম না জিজ্ঞেস করে, প্রথমেই বলল, "ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে তোমরা চুরি করতে ঢুকেছিলে ?"

গোগোল রেগে গেল। বিজিতের দিকে তাকাল। বিজিতও ওর দিকে তাকাল। গোগোল বলল, "আমরা মোটেই চুরি করতে ঢুকিনি।"

এক নম্বর যেন বিশ্বাস করেনি, এমনিভাবে হাসল। বলল, "তা হলে সত্যি বলছ, তোমরা ভদ্র পরিবারের ছেলে ?"

গোগোল এক-এক সময় বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। কিন্তু এখন ওর আত্মসম্মানে লাগছে। রাগের চোটে ওর বুদ্ধি লোপাট হয়ে গেছে। বলল, "নিশ্চয়ই।"

এক নম্বর কিন্তু রাগ করল না। বরং শান্তভাবেই বলল, "তবু মিথ্যে করে বলেছ, পুবের দোতলা বাড়িতে তুমি থাকো। এর পরে কি তুমি তোমার বাবার নামটাও বানিয়ে বলবে ?"

এক নম্বরের কথা শুনে গোগোলের গা জ্বলে গেল। বলল, "বাবার নাম আবার কেউ মিথ্যে করে বলে নাকি ? আমার বাবার নাম সমীরেশ চ্যাটার্জি।"

এক নম্বর যে গোগোলকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা ও মোটেই বুঝতে পারল না। এক নম্বর তাচ্ছিল্য করে হেসে বলল, "বাবার নামটা যে ঠিক বলেছ, তা বুঝব কেমন করে ? তুমি তো বাড়ির

www.BanglaBook.org

ঠিকানাই মিথ্যে বলেছ।"

গোগোল বলল, "তখন বলতে ইচ্ছে করেনি, তাই বলিনি।" বলে ও বাড়ির ঠিকানা বলে দিল।

এক নম্বর বলল, "তোমাদের বাড়িতে টেলিফোন থাকলে এখুনি জিজ্ঞেস করে দেখতাম, তুমি সত্যি বলছ কিনা।"

গোগোল তৎক্ষণাৎ বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটাও বলে দিল। আর তৎক্ষণাৎ-ই একজন পকেট থেকে কলম বের করে, একটা কাগজে টেলিফোন নাম্বারটা লিখে নিল। এক নম্বর আবার বলল, "ঠিক আছে, টেলিফোন তোমার বাবাকে এমনিতেও করতেই হবে। এবার তোমার নামটা শুনি?"

গোগোল প্রথমেই বলে উঠল, "আমার নাম গোগোল। মানে ভাল নাম—"

এক নম্বর বাধা দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওতেই হবে।"

ওদের মধ্যে একজন ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে বলল, "গোগোল!"

তিন নম্বর বলে উঠল, "নামটা শোনা-শোনা লাগছে যেন?"

গোগোলেরও এতক্ষণে হুঁশ হল। ওর নামটা বলা কি ঠিক হল? এক নম্বর সকলের দিকে তাকিয়ে একটু চোখের কোণ কোঁচকাল। বলল, "ওরকম নাম অনেকের আছে। ওই নামে একজন রাশিয়ান লেখকও ছিলেন, তাই শোনা শোনা লাগছে। এবার তোমার নামটা বলো তো? তোমার আর তোমার বাবার নাম। বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন থাকলে তার নাম্বারটাও বলে দাও।" সে বিজিতের দিকে তাকাল।

বিজিত গড়গড় করে সব বলে গেল। একজন সবই কাগজে লিখে নিল। গোগোল তখন ভাবছে, এদের কাছে সব সত্যি বলাটা কি ঠিক হল? যারা নিজেদের নামের বদলে নম্বর বলে, তাদের কি বিশ্বাস করা উচিত? তিন নম্বর লোকটা প্রথম থেকেই ওকে আর বিজিতকে সন্দেহ করেছিল! ভালমানুষের মতো প্রেসের কথা বলে

www.BanglaBook.org

ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রেস দেখবার জন্য নয়। ফাঁদে ফেলবার জন্য।

এক নম্বর একটু নড়েচড়ে বসল। গোগোলকেই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা গোগোল, তুমি আর বিজিত খুবই সত্যবাদী। এবার সত্যি করে বলো তো, এখানে কেন এসেছিলে? প্রেস দেখতে তোমরা আসোনি। তোমরা জানতে না, এ-বাড়ির ভেতরে প্রেস আছে। জানতে?"

গোগোল কিছু বলবার আগেই বিজিত বলে উঠল, "না।"

গোগোল বিজিতের দিকে তাকাল। কিন্তু বিজিত ওর দিকে তাকাচ্ছে না। গোগোলের বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করতে লাগল। বিজিত এবার বোধহয় সত্যি কথাটাই বলে দেবে। তাহলে আর সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না। এক নম্বর বিজিতকে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কী দেখতে তোমরা এখানে ঢুকেছিলে?"

বিজিত জবাব দেবার আগে গোগোলের দিকে তাকাল। এক নম্বর হঠাৎ চিৎকার করে ধমক দিল, "গোগোলের দিকে দেখছ কেন? আমি যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও।"

লোকটার আচমকা ধমকে গোগোলও থম্‌কে গেছল। কিন্তু ও বলল, "এ বাড়িটা দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই এসেছিলাম।"

এক নম্বর চোয়াল শক্ত করে বলল, "কলকাতায় তো অনেক বাড়ি আছে। এ বাড়িটাই দেখতে ইচ্ছে হল কেন?"

গোগোল এবার সত্যি কথাই বলল, "পনরো নম্বর বাড়িতে আন্টির কাছে আমি পড়তে আসি। জানালা দিয়ে এ বাড়িটা দেখে ভুতুড়ে বাড়ি বলে মনে হত। তাই দেখতে এসেছিলাম।"

"বেশ বেশ।" এক নম্বর হাসি-হাসি মুখে বলল, "পনরো নম্বর বাড়িটা তোমাদের না হলেও, তোমার আন্টির বাড়ি। সে-জন্যই প্রথমে ও বাড়িটা নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়েছিলে। তা এ-বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়েছিল কেন?"

গোগোল বলল, "জানালা দিয়ে দেখেছি, বাড়িটার দরজা জানলা

www.BanglaBook.org

সব সময় বন্ধ থাকে। পেছনে ওরকম একটা পোড়ো জমি। গাছের ওপর শকুন বসে থাকে। সামনের দিকে যে কী আছে, কিছুতেই বোঝা যেত না। তাই আমি আর বিজিত বাড়িটা দেখতে এসেছিলাম।"

এক নম্বর তার বন্ধুদের দিকে তাকাল। তারাও সবাই এক নম্বরের মুখের দিকে দেখল। এক নম্বর মুখ ফিরিয়ে আবার গোগোলের দিকে তাকাল। বলল, "কিন্তু এসে দেখলে এটা ভুতুড়ে বাড়ি নয়। তাই তো ?"

গোগোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

এক নম্বর সময় না দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "আন্টির বাড়িতে আজ কখন পড়তে এসেছিলে ?"

গোগোল কিছু না ভেবেই জবাব দিল, "সকালে।"

"কত দিন ধরে এ-বাড়িটা দেখছ ?" এক নম্বর জিজ্ঞেস করল।

গোগোল বলল, "এক বছর।"

এক নম্বর বলল, "এক বছর ধরে দেখছ। কিন্তু আজই হঠাৎ এ-বাড়িটার ভেতরে ঢুকে দেখতে এলে কেন ? আজ সকালে নতুন কিছু দেখেছ নাকি ?"

গোগোল হঠাৎ কোনো কথা বলল না। এক নম্বর বেশ গুছিয়ে জেরা করে আসল কথাটাই শুনতে চাইছে। ও প্রায় এক মিনিট পরে মাথা নেড়ে জবাব দিল, "না।"

এক নম্বর আস্তে-আস্তে মাথা ঝাঁকাল। তার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। চোখ দুটো কুঁচকে বলল, "একটু ভেবে জবাব দিতে হল, না ? তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাবো, তাই না ? এসব চালাকির খুব ভাল ওষুধ আছে আমাদের কাছে। সেই ওষুধ দিলে মুখ থেকে সত্যি কথা আপনি বেরিয়ে আসবে। অনেকক্ষণ ভালমানুষের মতো কথা বলেছি। কিন্তু দেখছি তোমরা ভাল কথা শোনার ছেলে নও।"

গোগোল হঠাৎ বলে ফেলল, "আপনারা বুঝি ভালমানুষ ?"

ওরা চারজনেই অবাক চোখে নিজেদের মুখের দিকে তাকাল।

www.BanglaBook.org

তিন নম্বর জিজ্ঞেস করল, "কেন, আমাদের খারাপটা কী দেখলে ?"

গোগোল বলল, "আপনাদের নাম নেই কেন ? নম্বর দিয়ে কি নাম হয় ?"

"কথাটা তুমি খুব ভাল বলেছ।" এক নম্বর হেসে বলল, "তোমরা যেমন চুরি করে এ বাড়িতে ঢুকেছ, আর আসল মতলবটা কিছুতেই ফাঁস করছ না, আমরাও তেমনি তোমাদের সামনে আমাদের নাম ফাঁস করছি না। তোমরা তোমাদের মতলব ফাঁস করো, আমরাও আমাদের নাম বলে দেব।"

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের তো কোনো মতলব নেই।"

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই, এক নম্বর প্রচণ্ড জোরে টেবিলের ওপর ঘুষি মারল। শব্দটা হল বোমা ফাটার মতো। আর সেই সঙ্গেই এক নম্বর গর্জন করে উঠল; "চুপ ! ফের বাজে কথা বলবে তো চোয়াল দুটো এক ঘুষিতে ভেঙে দেব।"

গোগোলের চেয়ে বিজিতই বেশি ভয় পেল। ওর গোটা শরীরটা কেঁপে উঠল। এক নম্বর ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। কড়া গলায় হুকুম করল, "দু নম্বর, তুমি বিজিতকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও। এটাকে আমি দেখছি।"

গোঁফদাড়িওয়ালা লোকটা উঠে দাঁড়াল। যেন কেশর ফোলানো একটা সিংহ। বিজিত হঠাৎ গোগোলের একটা হাত চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, "না না, আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।"

গোঁফদাড়িওয়ালা দু নম্বর বেশ লম্বা। মোটা মোটা শিরা ওঠা হাত দুটো যেন লোহার সাঁড়াশির মতো দেখতে। সে এক হ্যাঁচকায় বিজিতকে টেনে তুলল। ওর চেপে ধরা গোগোলের হাতটাও উঠে পড়ল। দু নম্বর জোর করে গোগোলের হাত থেকে বিজিতের হাত ছাড়িয়ে নিল। টেনে নিয়ে অন্য ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বিজিত জীবনে কখনও এমন অবস্থায় পড়েনি। ও কেঁদে চিৎকার করে বলল,

www.BanglaBook.org

"গোগোল এরা আমাকে মেরে ফেলবে। সত্যি কথাটা বলে দে।"

এক নম্বর হাত তুলে বলল, "দু নম্বর, দাঁড়াও।"

দু নম্বর বিজিতকে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক নম্বর গোগোলের দিকে তাকাল। গোগোল মনে মনে খুবই অস্থির হয়ে উঠেছে। সব ব্যাপার দেখে, এখন আর ওর মনে কোনো সন্দেহ নেই, এরাই সেই ব্যাঙ্ক-ডাকাত। বিজিতটা ভয় পেয়ে প্রায় সব ফাঁস করেই দিয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বললেও কি এরা গোগোলদের ছেড়ে দেবে?

এক নম্বর বলল, "দ্যাখো, গোগোল, এখনও সময় আছে। এখানে কেন এসেছ, সত্যি কথাটা বলে দাও। আমরাও তোমাদের ছেড়ে দেব। বাড়িতে তোমাদের বাবা-মা ভাবছেন। এতক্ষণে বোধ হয় থানায় খবরও দিয়েছেন। সত্যি কথা না বললে, আমরাও তোমাদের পুলিশের হাতে তুলে দেব। পুলিশকে বলব, তোমরা চুরির মতলবে এখানে ঢুকেছিলে।"

গোগোল বলে উঠল, "আমাদের পুলিশের হাতে তুলে দিন।"

এক নম্বর ঠাস করে একটা থাপ্পড় মারল গোগোলের গালে। গোগোলের মাথাটাও ঠুকে গেল চেয়ারের পিছনে। গোগোলের গাল লাল হয়ে উঠল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল। এক নম্বর গলা চড়িয়ে হুকুম দিল, "দু নম্বর, ওটাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও, আর ভালমতো ওষুধ দাও। এটা বড় বেশি চালাকি করছে। এটাকে আমি দেখছি।"

দু নম্বর বিজিতকে টেনে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। বিজিতের কান্না একবার শোনা গেল। এক নম্বর সরে গিয়ে, বড় ঘরটায় কয়েকবার পায়চারি করল। তিন নম্বর, আর একজন গোগোলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। এক নম্বর সেন্টার টেবিলের কাছে গিয়ে, টেলিফোনের রিসিভার কানের কাছে তুলে নিল। টেলিফোনের ওপর তিনটে বোতামের মধ্যে একটা টিপল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, "কী অবস্থা?... হুঁ, কড়া নজর রাখো, আর রেডি হও। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।...অ্যাঁ? ...হ্যাঁ, চেষ্টা

www.BanglaBook.org

হচ্ছে।" বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে, আবার টেবিলের কাছে ফিরে এল। বসল একেবারে গোগোলের পাশের চেয়ারে। গোগোলের গালে তখন লাল দাগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ও এক নম্বরের দিকে তাকাল না। গোগোলের ভয়ও হচ্ছে, কষ্টও হচ্ছে খুব। কথা আদায়ের জন্য বিজিতকে মারপিট করা হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছে না। এখন ও বুঝতে পারছে, এভাবে এখানে ঢোকাটা ঠিক হয়নি। বিজিত প্রথমে থানায় যেতে বলেছিল। সেটাই ঠিক হত। পুলিশ আচমকা হানা দিলে, অনেক কিছুই করতে পারত। এখন আর কোনো উপায় নেই।

এক নম্বর হঠাৎ বেশ মোলায়েম গলায় বলল, "দ্যাখো গোগোল, তোমাকে মারাটা আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা, একটা কথা বলো। আমার দিকে তাকাও।"

গোগোলের চোখে রাগ। ও এক নম্বরের দিকে তাকাল। এক নম্বর জিজ্ঞেস করল, "তুমি আর বিজিত কোন্ স্কুলে পড়ো?"

গোগোল স্কুলের নাম বলল। এক নম্বর একটু ভেবে, আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কখন স্কুলে যাও?"

গোগোল বলল, "স্কুলের গাড়ি সাড়ে ন'টায় আসে। সাড়ে দশটায় ক্লাস বসে।"

এক নম্বর মাথা ঝাঁকিয়ে শব্দ করল, "হুঁ।" তারপরে জিজ্ঞেস করল, "গত বেস্পতিবার তোমরা স্কুলে গেছলে?"

গোগোল ঘাড় কাত করে বলল, "গেছলাম।"

"সেদিন স্কুলে যাবার সময়, রাস্তায় কিছু দেখেছিলে?"

গোগোল কথাটা শুনে এক নম্বরের চোখের দিকে তাকাল। ও পরিষ্কার বলল, "হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হতে দেখেছি।"

এক নম্বর, তিন নম্বর আর একজনের দিকে তাকাল। দুজনেই মাথা ঝাঁকাল। এক নম্বর গোগোলকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাঙ্ক-ডাকাতিটা কী রকম দেখেছিলে?"

গোগোল বলল, "আমরা স্কুলের বাসে বসে ছিলাম। কয়েকটা

www.BanglaBook.org

বোমা ফেটেছিল। ডাকাতরা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে করে চলে গেছল।"

"গাড়িটা কী রকম, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?" এক নম্বর জিজ্ঞেস করল। গোগোল কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল, "দূর থেকে মনে হয়েছিল, গাড়ির রঙটা খয়েরি-মতো।"

এই সময়েই দু নম্বর বিজিতকে নিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, "ওস্তাদ, কেল্লা ফতে। যা জানবার সব জানা হয়ে গেছে। গাড়ির মাথায় ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো দাগ। নতুন নম্বর এম আর পি, টু থার্টিটু। সেই গাড়ির খোঁজেই দুজনের আগমন।"

এক নম্বর হেসে বলল, "এদিকেও কেল্লা ফতে। গোগোলের মুখ থেকে মোটামুটি কথা বের করে নেওয়া গেছে। এবার আমাদের রেডি হতে হয়।"

গোগোল দেখল, বিজিতের চোখের কোল বসে গেছে। ওর মাথা নিচু। গোগোলের দিকেও তাকাচ্ছে না। এক নম্বর বলল, "গোগোল, তুমি একজন খুদে গোয়েন্দা হয়ে, এমন ভুল কী করে করলে? যেচে বাঘের মুখে ঢুকে পড়েছ? তোমার গোয়েন্দাগিরির এবারই শেষ।" বলে সে একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "চার নম্বর, টেলিফোন নাম্বারের কাগজটা দাও তো। এদিককার কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি। তুমি নীচে গিয়ে সবাইকে রেডি হতে বলো। ঠিক আটটায় আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

চার নম্বর টেলিফোন নাম্বারের কাগজটা এক নম্বরকে দিয়ে, সিঁড়ির দিকে চলে গেল। এক নম্বর সেণ্টার টেবিলের কাছে গিয়ে সোফায় বসল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে, ডায়াল করল। একটু পরে, গলার স্বরটা একদম বদলে, ভাঙা ভাঙা গলায় ইংরেজিতে বলল, "সমীরেশ চ্যাটার্জি আছেন?...কথা বলছেন? বেশ, তা হলে শুনুন, আপনার ছেলে গোগোল আর বিজিত আমাদের কাছে আছে।...না, আমার নাম শুনে আপনার লাভ হবে না। আপনি আর বিজিতের বাবা, দুজনে যদি ছেলেদের ফেরত পেতে চান, তাহলে

www.BanglaBook.org

এক লক্ষ টাকা নিয়ে, পরশু বিকেল পাঁচটায় হাসনাবাদ দিয়ে, হিঙ্গলগঞ্জে চলে যান। সেখানে একটা সাদা রঙের ছোট বোট দেখতে পাবেন মাঝনদীতে। সাদা বোটের গায়ে, লাল রঙে লেখা থাকবে, জি আর বি। ওটা একটা স্পিডবোট। আপনারা নৌকো নিয়ে সেই বোটের কাছে যাবেন। একজন বসে থাকবে, তিরিশ বত্রিশ বছর বয়স। রঙ ফরসা। তার গায়ে থাকবে লাল জামা, সাদা প্যান্ট। চোখে কালো চশমা। মাথায় ঘাসের টুপি। সে আপনাদের দেখলে, একটা ছোট সাদা নিশান তুলে ধরবে। কোনো কথা বলবে না। তার হাতে এক লক্ষ টাকা ক্যাশ দেবেন। পরশু বিকেলে আপনাদের ছেলেরা বাড়ি পৌঁছে যাবে। আর এ খবর যদি পুলিশকে জানান, আমরা আগেই জেনে যাব। তার ফলে, আপনাদের ছেলেদের আর কোনোদিন ফিরে পাবেন না।...না, আর কোনো কথা বলতে চাইনে। আপাতত আপনাদের ছেলেরা ভালই আছে। যা যা বললাম, মনে রাখবেন।" বলেই সে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

বিজিত আবার কাঁদতে আরম্ভ করেছে। গোগোলেরও কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কেঁদে কোনো লাভ নেই। এখান থেকে এখন পালাবারও কোনো পথ নেই। ছুটে নীচে চলে গেলেও ধরা পড়ে যাবে। সেখানে কড়া পাহারা আছে। গোগোল বিজিতকে ডাকল, "বিজিত, এখানে এসে বোস্।"

বিজিত প্রায় টলতে টলতে গোগোলের পাশে গিয়ে বসল। এক নম্বর টেলিফোনের রিসিভার তুলে, আবার ডায়াল করল। এবার বাংলাতে স্বাভাবিক গলায় বলল, "সতর নম্বর? হ্যাঁ, আমি এক নম্বর বলছি।" বলে সে গোগোলের বাবাকে যা যা বলেছিল, সে কথাগুলো বলে, বলল, "ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছ তো? তুমি পরশুদিন স্পিডবোট নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জে নদীর মাঝখানে থাকবে। বেগতিক দেখলে, স্পিডবোট চালিয়ে সোজা বাংলাদেশের নদীতে ঢুকে পড়বে। জানোই তো, সেখানে আমাদের লোক আছে। সঙ্গে আর কী রাখতে হবে, বলে দিতে হবে না তো?...হ্যাঁ। ঠিক আছে।" এক

www.BanglaBook.org

নম্বর রিসিভার নামিয়ে রাখল। উঠে টেবিলের কাছে এসে সবাইকে বলল, "দুই আর তিন নম্বর, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। এখানে আর কারো বসে থাকবার দরকার নেই। এরা দুজন এখানেই থাকুক।"

এক নম্বরের সঙ্গে দুই আর তিন নম্বর দুটো ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। গোগোল আর বিজিত ছাড়া বড় হলঘরে আর কেউ নেই। বিজিত তখনও কাঁদছে। গোগোল বিজিতের কাঁধে হাত রেখে বলল, "বিজিত, কাঁদিসনে। কেঁদে কী হবে বল্। কী করে পালানো যায়, সেই কথাই এখন ভাবতে হবে। তুই দু নম্বর লোকটাকে কি সব কথা বলে দিয়েছিস্?"

বিজিত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। লোকটা বলছিল, সত্যি কথা বললে, আমাদের তখুনি ছেড়ে দেবে। আমি ওর ধাপ্পাটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন কী হবে গোগোল? তোর আর আমার বাবা যদি এক লাখ টাকা না দেন, তাহলে..."

বিজিত বাকি কথা বলতে পারল না। গলার কাছে আবার কান্না উঠে এল। গোগোল এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই ভারী ছিচকাঁদুনে আছিস! তুই তো আমার থেকে এক বছরের বড়। আমার কি কান্না পাচ্ছে না? মায়ের মুখটা মনে পড়ছে, আর—"

ব্যস, গোগোলও এবার সত্যি কেঁদে ফেলল। দু হাতে মুখ ঢাকল।

গোগোলকে কাঁদতে দেখে, বিজিতের কান্না গেল থেমে। ও গোগোলের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "গোগোল, তুই কাঁদছিস? তোর মনে তো আমার থেকে জোর বেশি।" হাত চেপে ধরে, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "বিজিত, দেখ্।"

বিজিতের কথায় গোগোল তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। দু'হাত দিয়ে চোখ মুছল। বিজিত চারদিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "গোগোল, এই তালে আমরা নীচে নেমে পালিয়ে যাই চল্। ওরা কেউ এখানে নেই।"

গোগোল বলল, "ওরা আমাদের ওপর নজর রেখেছে। নীচে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের লোক রয়েছে। ওদের দলে যে কত লোক রয়েছে, কে জানে। যে-লোকটাকে হিঙ্গলগঞ্জে স্পিডবোট নিয়ে যেতে বলল, তার নম্বর সতেরো। পাঁচ নম্বর পর্যন্ত আমরা দেখেছি। তোর আর আমার বাবাকে যেখানে যেতে বলল, হাসনাবাদ দিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ, জায়গাগুলো দক্ষিণ-পূর্ব চব্বিশ পরগনায়। পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপে দেখেছি। খবরের কাগজে একবার পড়েছিলাম, হিঙ্গলগঞ্জ থেকে একটা ভারতীয় লঞ্চ যাত্রী নিয়ে ঝড়ের মধ্যে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের সেই দিকেই কোথাও নিয়ে যাবে কিনা বুঝতে পারছিনে।"

বিজিত জিজ্ঞেস করল, "তোর কি মনে হয় গোগোল, তোর আর আমার বাবা সত্যি এক লাখ টাকা নিয়ে সেখানে যাবেন ?"

গোগোল ভেবেও ঠিক করতে পারল না। বলল, "বুঝতে পারছিনে। এক নম্বর যে-ভাবে বাবার সঙ্গে কথা বলল, শুনলি তো ? আমরা যে কীভাবে এদের হাতে পড়েছি, বাবা কিছুতেই যেন তা বুঝতে না পারেন, সেইভাবে বলল। কিন্তু বাবা কি পুলিশে খবর দেবেন না ?"

বিজিত ভয় পেয়ে বলল, "কিন্তু শুনলি না, পুলিশে খবর দিলে আমাদের দুজনকে—" কথাটা ও শেষ করতে পারল না।

গোগোলও মিনিট খানেক কোনো কথা বলল না। তারপরে বলল, "এরা খুব সাংঘাতিক লোক। ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করার পরেও, তোর আর আমার জন্য এক লাখ টাকা চাইছে। কিন্তু টাকা পেলেও ওরা আমাদের ছাড়বে কেন ? আমরা ছাড়া পেলে তো, এ বাড়ির কথা, গাড়ির কথা, সবই পুলিশকে বলব। পুলিশ তখন কিছুটা বুঝতে পারবে।"

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই এক দুই তিন নম্বর বেরিয়ে এল। খালি-গা তিন নম্বরের গায়ে এখন সাদা-কালো ডোরাকাটা শার্ট আর কালো প্যান্ট। তার হাতে দেখা গেল একটা স্টেনগান। যে বুড়োমতো মানুষটি খাবার দিয়ে গিয়েছিল, সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে

www.BanglaBook.org

উঠে এল। তার চোখ-মুখে ধূর্ত হাসি, ঠিক শেয়ালের মতো। কাছে এসে বলল, "খোকারা খাবার খাওনি ? খেয়ে নিলে পারতে। এর পরে কখন যে খাবার জুটবে তোমাদের কপালে, কেউ বলতে পারে না।"

এক নম্বর জিজ্ঞেস করল, "নীচে সব রেডি ?"

বুড়োমতো লোকটি বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু বাচ্চা দুটো যে কিছুই খেল না ?"

এক নম্বর বলল, "না খেলে আর কী করা যাবে ? এখন আর সময় নেই। অন্য খাবারের সঙ্গে এগুলোও প্যাক করে দাও।" তারপরে গোগোল আর বিজিতের দিকে ফিরে বলল, "চলো, নীচে চলো।"

তিনজনেরই চোখমুখের চেহারা আরও শক্ত হয়ে উঠেছে। গোগোল আর বিজিত তিনজনের সঙ্গে নীচে নেমে এল। নীচের বড় ঘরটায় একটা মাত্র টিমটিমে আলো জ্বলছে। টেবিলের কাছে, চার আর পাঁচ নম্বর দাঁড়িয়ে ছিল। পাঁচ নম্বরকে চিনতে অসুবিধে হল না। গোগোল আর বিজিত প্রথম যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকে, তিন নম্বরের সঙ্গে কথা বলছিল, এ লোকটা তখন ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সে পোশাক বদলেছে। এক নম্বর জিজ্ঞেস করল, "গুরুজি কোথায় ?"

পাঁচ নম্বর বলল, "গাড়িতে। এ বিচ্ছু দুটোকে বানিয়ে, গুরুজির গাড়িতে তোলা হবে। তুমি আর আমি গুরুজির গাড়িতে থাকব।"

এক নম্বর বলল, "তাহলে বানিয়ে ফেলো।"

গোগোল ভাবছিল, বানিয়ে ফেলা মানেটা কী ? কিন্তু সে আর ভাববার সময় পেল না। চার আর পাঁচ, দুজনেই গোগোল আর বিজিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরে নাকের কাছে কিছু ধরতেই, তীব্র গন্ধে যেন দম বন্ধ হয়ে এল। দুজনেই হাত-পা ছুঁড়ল। কিন্তু কিছুই হল না। চোখে অন্ধকার নেমে এল। আর আস্তে আস্তে দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপরে আর কিছুই মনে নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্ঞান যখন ফিরল

গোগোলের মনে হল, দূরে কোথায় একটা শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। ও চোখ তাকাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। মাথায় একটা টিপটিপে ব্যথা। গলার কাছে যেন কিছু ঠেকে আছে। অথচ খুব তৃষ্ণাও পাচ্ছে। মাকে ডাকছে। কোনো জবাব পাচ্ছে না। ওর ধারণা, গলা ফাটিয়ে মাকে ডাকছে। তবু মায়ের সাড়া পাচ্ছে না।

এরকম অবস্থায় বেশ খানিকক্ষণ কাটবার পরে, গোগোল যেন হাঁপিয়ে পড়ল। ও চুপচাপ পড়ে রইল। কিন্তু তাকাতে পারছে না কেন ? মনে হচ্ছে, চোখের পাতা দুটো যেন পাথরের মতো ভারী। ও যখন এরকম ভাবছে, তখনই মনে হল, কালো অন্ধকারের মধ্যে একটা হাল্‌কা আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। অথচ ও তখনও চোখ খুলতে পারেনি। এরকম অবস্থায় কয়েক মিনিট গেল। তারপরে গোগোল চোখের পাতা একটু খুলতে পারল। খুলতেই আলো এত জোরালো দেখাল, ও চোখ মেলে থাকতে পারল না। আবার চোখ বুজল। এরকম খানিকক্ষণ চোখ-পিটপিট করার পরে, আলোটা সয়ে এল। ও চোখ মেলল। মাথার ওপরে একটা পাখা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। এ শব্দটাই ওর কানে বোধহয় দূরের শোঁ শোঁ শব্দ মনে হচ্ছিল। কিন্তু মাথার ওপরে কড়ি বরগা দেখে অবাক হল। এ তো ওদের বাড়ি নয় ? ও বাঁ দিকে পাশ ফিরে আলোর দিকে দেখল। সবুজ রঙের দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে একটা গোল কাঠের সঙ্গে বাঁকানো লোহার হোল্ডারে একটা চড়া আলোর বাল্‌ব। তার কোনো শেড নেই। এ আবার কোন্ জায়গা ? এ সময়েই ওর পাশে কার গোঙানি শুনতে পেল। ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল বিজিত !

www.BanglaBook.org

বিজিত ?... তৎক্ষণাৎ ওর সব কথা মনে পড়ে গেল। ও চট করে উঠে বসতে গেল। আর মাথাটা ঝাঁ করে ঘুরে গেল। ও দুহাতে বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরল। মাথাটা লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে থেমে গেল। তখন আবার বিজিতের দিকে তাকাল।

বিজিতের চোখ বোজা। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। ও মাথাটা একটু একটু নাড়াচ্ছে। হাত দুটো ছড়ানো, একটু নড়ছে। আর গলা দিয়ে গোঙানো শব্দ করছে। গোগোলের মনে পড়ল কলকাতার সেই বাড়ির কথা। পাঁচ নম্বরের বানিয়ে ফেলার কথা। আর তারপরেই সেই উগ্র একটা গন্ধ নাকের মধ্যে চেপে ধরতেই নিশ্বাস বন্ধ। চোখ বন্ধ। একেবারে অজ্ঞান। নাকে এখনও সেই গন্ধটাই লেগে আছে। মনে পড়ল, পাঁচ নম্বর বলেছিল,. গুরুজির গাড়িতে ওদের তোলা হবে। বানিয়ে ফেলা মানে, অজ্ঞান করা। সেটা ভালই বুঝতে পারছে। কিন্তু গাড়িতে করে কোথায় নিয়ে এসেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কতক্ষণ সময় কেটেছে, তাও বোঝবার উপায় নেই। শরীরটা খুবই দুর্বল লাগছে। যেমন জলতেষ্টা পাচ্ছে, তেমনি খিদে।

গোগোল ভাল করে চারদিক দেখল। ঘরটা মাঝারি মাপের। একটা তক্তপোশের ওপর মাদুর পাতা। ও তার ওপরেই বসে আছে। পাশে বিজিত শুয়ে। তার মানে, ওর এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওদের মাথার দিকে একটা আর ডান দিকে একটা দরজা। দুটোই ওপাশ থেকে বন্ধ। জানালাগুলোও সব বন্ধ। এক পাশে একটা টেবিলের ওপর দুটো কাঁচের গেলাসে জল। আর দুটো প্লেটে মনে হয় কিছু খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

গোগোল জলতেষ্টা মেটাবার আগে, বিজিতের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে দিল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে করে ডাকল, "বিজিত ! এই বিজিত !"

বিজিত যেন শুনতে পাচ্ছে না, এই ভাবেই মাথা নাড়িয়ে গোঙাচ্ছে। গোগোল ওর গায়ে আরও জোরে ধাক্কা দিতে লাগল। একটু পরে বিজিত মাথা নাড়ানো থামিয়ে স্থির হল। গোগোল ওর

www.BanglaBook.org

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকল। বিজিত শব্দ করল, "উঁ ?"

গোগোল বলল, "চোখ্‌ মেলে তাকা। আমি গোগোল বলছি।"

গোগোলের নামটা শুনেই বিজিতের গায়ে যেন বিদ্যুতের শক্‌ লাগল। ও চোখ মেলেই, উঠে বসতে গেল। আর গোগোলের মতোই মাথা ঘুরে, আবার মাদুরের ওপর পড়ে গেল। গোগোল বিজিতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। বলল, "ভয় পাস্‌নে বিজিত। আমারও এরকম মাথা ঘুরে গেছল। এখনও মাথাটা কেমন ব্যথা করছে।"

বিজিত মিনিটখানেক চুপ করে পড়ে রইল। তারপরে উঠে বসে বলল, "ওরা আমাদের ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। আমি গন্ধটা চিনি। আমার দিদিকে যখন ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করেছিল, তখন এই গন্ধটা পেয়েছিলাম। এখন আমরা কোথায় আছি ?"

গোগোল বলল, "কিছুই জানিনে। আমার খুব জলতেষ্টা আর খিদে পাচ্ছে। ওই টেবিলে জল রয়েছে। মনে হয় খাবারও কিছু ঢাকা দেওয়া আছে। সেই বিকেলে দুধ আর মিষ্টি খেয়েছিলাম। তোর খিদে পায়নি ?"

দুজনেই গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছিল। বিজিত বলল, "খুব খিদে পেয়েছে। আমিও তো বিকেলে পরোটা আর তরকারি খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

গোগোল বলল, "তবে চল্‌, আস্তে আস্তে উঠে খেয়ে নিই। তারপরে যা করবার করব।"

দুজনেই হাত-ধরাধরি করে, আস্তে আস্তে তক্তপোশ থেকে নামল। টেবিলের সামনে গিয়ে, গোগোল আগেই জলের গেলাস তুলে চুমুক দিল। দু ঢোঁক না গিলতেই, ওর বমি পেয়ে গেল। গেলাস নামিয়ে রাখতেই, জলটা বমি হয়ে বেরিয়ে গেল। টেবিলটা জোরে আঁকড়ে ধরল। মনে হল, আরও বমি পাচ্ছে। কিন্তু ভিতর

www.BanglaBook.org

থেকে বেরোল না কিছুই। বিজিত গোগোলের পিঠে হাত রেখে বলল, "কী হল ?"

গোগোল বলল, "হঠাৎ বমি পেয়ে গেল। আগের থেকেই মনে হচ্ছিল, গলার কাছে কিছু ঠেকে আছে। জলটা ভেতরে যেতে পারেনি।"

বিজিত বলল, "বুঝেছি। ওটা ক্লোরোফর্মের জন্য হয়েছে। আগে একটু খাবার খেয়ে দেখ্ তো ?"

বিজিত নিজেই খাবারের ঢাকনা খুলল। সেই মিষ্টিগুলো ছাড়াও, প্লেটে রয়েছে খানিকটা চাইনিজ চিকেন ফ্রায়েড রাইস্। দু'টুকরো চিকেন। গোগোল বা বিজিতের এখন সেই তেজ আর জেদ নেই যে, খাবার খাবে না। গোগোল ফ্রায়েড রাইস হাতে নিয়ে মুখে দিল। আস্তে আস্তে চিবিয়ে সাবধানে গিলল। বমি পেল না। বিজিতও খেতে শুরু করল। দুজনেই সব খাবারগুলো খেয়ে নিল। জলও এবার গলার কাছে আটকাল না। পুরোপুরি জলতেষ্টা মিটল না। কিন্তু ঘরে কোথাও জলের কলসি কুঁজো কিছুই দেখা গেল না। একেবারে ন্যাড়া ঘর।

গোগোলের হঠাৎ চোখ গেল ঘরের এক কোণের দিকে। সেখানে কী একটা স্তূপাকার হয়ে পড়েছিল। সেটা নড়তেই চোখে পড়ল। আর ওর সারা শরীরটা শিউরে উঠল। ও বিজিতের হাত চেপে ধরে, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "বিজিত দেখ্।"

বিজিত সেদিকে দেখল। দেখেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। গোগোলকে জড়িয়ে ধরল। বলল, "সাপ !"

গোগোলের চোখ দুটো ভয়ে গোল আর বড় হয়ে উঠল। বলল, "ওটা একটা বিরাট পাইথন। গুটিসুটি জড়িয়ে রয়েছে।"

বিজিত ভয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "ওরা আমাদের অজগর দিয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়।"

গোগোলের চোখ অজগরের দিকে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বড় একটা গোবরের স্তূপ। চকচকে আঁশওয়ালা শরীরের এখানে ওখানে

www.BanglaBook.org

একটু নড়েচড়ে উঠছে মাত্র। কিন্তু রয়েছে এক জায়গাতেই। মুখটা ঠিক মাঝখানে। সরু লম্বা চেরা জিভটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে। লাল চোখ দুটো গোগোলদের দিকেই দেখছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ওকে দিয়ে যদি গোগোলদের খাইয়ে মেরে ফেলার মতলব থাকত, তা হলে তো ঘুমন্ত অবস্থাতেই একজনের মুণ্ডু গ্রাস করত।

গোগোল বন্ধ দরজা-জানালাগুলোর দিকে চোখ তুলে দেখল। বিজিতকে বলল, "ভয় পাস্‌নে বিজিত। পাইথনটার যদি খিদে থাকত, আমরা অজ্ঞান থাকতেই একজনকে খেত। আমি একবার দরজা-জানালাগুলো দেখি, খোলা যায় কি না।"

বিজিত গোগোলকে ছেড়ে দিয়ে সোজা টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াল। এত ভয়ের মধ্যেও গোগোলের হাসি পেয়ে গেল। ও সামনের দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে একটু চাপ দিল। বোঝা গেল ওপাশ থেকে বন্ধ আছে। দরজায় কান পাতল। কথাবার্তা কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তবে হঠাৎ হঠাৎ ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাও খুব ক্ষীণ। যেন অনেক দূরে শব্দ হচ্ছে। এবার ও আর-একটা দরজার দিকে গেল। কিন্তু খুব ভয়ে ভয়ে। কারণ অজগরটা সেই দরজা থেকে বেশি দূরে নয়। সেদিকে চোখ রেখে, ও দরজায় চাপ দিল। যা ভেবেছিল, তাই, দরজা ওপাশ থেকে বন্ধ। ও দরজায় কান পাতল। কথা শোনা যাচ্ছে। অস্পষ্ট হলেও, দু চারটে কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। "এটা ভুল" ..."টাকা দিয়ে কী হবে ?" ..."ফ্যাসাদ" ..."হ্যাঁ, খতম" ..."বেশি লোভ" ..."বারণ কর" ...তারপরেই চুপচাপ। চলাফেরার পায়ের শব্দ।

গোগোল সরে এল। অজগরটা যেমন ছিল, তেমনিই কুণ্ডুলি পাকিয়ে রয়েছে। গোগোল বিজিতের কাছে গেল। ফিসফিস করে বলল, "পাশের ঘরে বোধহয় ওরাই কথা বলছে। টেবিল থেকে নেমে আয়। এবার জানালা খুলে বাইরেটা দেখি।"

বিজিত টেবিলের ওপর থেকে নামবার আগে, অজগরটার দিকে

www.BanglaBook.org

ভয়ে ভয়ে তাকাল। ও টেবিলের ওপর থেকে নামতেই, দ্বিতীয় দরজাটা খট করে খুলে গেল। তিন নম্বর ঘরে ঢুকে আগে অজগরটার দিকে দেখল। তারপর টেবিলের দিকে। বলল, "হুঁ, তা হলে খাবার খাওয়া হয়েছে ? একে বলে খিদে। যতক্ষণ বেঁচে আছ, ততক্ষণ যা খেতে ইচ্ছে করে, বলে দিও। সবই পাবে। বুঝলে হে খুদে গোয়েন্দা গোগোল চাটুজ্যে, খুব বেশি জানতে নেই। আর জানলেও, সব জায়গায় নাক গলাতে নেই। যদি বুদ্ধিমান হতে, তা হলে গাড়িটা যখন আন্টির বাড়ির জানালা দিয়ে দেখেছিলে, পুলিশকে সেটা জানিয়ে দিলেই পারতে। কিন্তু তোমার কপাল খারাপ। বেশি ওস্তাদি করে অনেক দূর এগিয়ে এসেছ। এখন রামনাম জপ করো। তোমরা ফাঁসির আসামি নও, পাইথনের খাবার। পাইথনটা অনেক দিন কিছু খায়নি। খিদে পেলেই, সামনে দু দুটো জ্যান্ত খাবার পাবে। এখন বলো, আর কিছু খাবার চাই ?"

বিজিত গোগোলের হাত ধরে কাঁপছিল। গোগোল বলল, "খাবার জল নেই। আর আমাদের ছোট-বাথরুম পেয়েছে।"

তিন নম্বর বলল, "খাবার জল পেয়ে যাবে। কিন্তু দুজনে তো এক সঙ্গে বাথরুমে যেতে পারবে না। একজন।"

বিজিত গোগোলের হাত চেপে ধরে সভয়ে বলে উঠল, "না, আমি কিছুতেই এ ঘরে একলা থাকব না।"

তিন নম্বর ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, "কেন হে একচোখো, এখন এত ভয় কেন ? খুব তো গোয়েন্দাগিরি করতে বেরিয়েছিলে। পাইথনটা যদি তেড়ে আসে, লড়াই করতে পারবে না ?"

গোগোল রেগে বলল, "আপনি ওকে একচোখো বলছেন কেন ? এরকম কেউ বলে ?"

তিন নম্বর হেসে বলল, "তবে কি ওকে পদ্মলোচন বলতে হবে ?"

গোগোল মনে মনে বলল, "ছোটলোক।"

এই সময়ে একটি নতুন লোক ঘরে ঢুকল। ফর্সা, রোগা, মাথায় একটু খাটো। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মাথার কালো চুল ছোট

www.BanglaBook.org

করে ছাঁটা। চুনোট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি তার পরনে। পাঞ্জাবির বোতামগুলো হীরের মতো ঝিলিক দিচ্ছে। হাতের আঙুলেও কয়েকটা আংটি ঝিলিক খেলছে। পায়ে কালো চামড়ার বিনুনি করা স্লিপার। বয়স তিরিশের মতো হবে। যেন সেকালের জমিদারের ছেলে। ফরসা মুখ, আর চশমার কাঁচের আড়ালে চোখ দুটো লাল। সে ঢুকতেই তিন নম্বর যেন ভয়ে ভক্তিতে একটু সরে দাঁড়াল। লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কী বলছে এরা ?"

তিন নম্বর বেশ সমীহ করে বলল, "গুরুজি ঐ একচোখো কানা ছেলেটা বলছে, বাথরুমে যেতে হলে, ওরা একসঙ্গে যাবে। একলা এ ঘরে থাকতে পারবে না।"

এই তা হলে গুরুজি ! গুরুজি অজগরটার দিকে একবার দেখে বলল, "তা সত্যিই তো, ভয় করবে না ? এ রকম একটা রাক্ষুসে অজগরের ঘরে কেউ একলা থাকতে সাহস পায় ? অজগরটা যখন এদের খাবে, তখন আলাদা কথা। এখন এদের একসঙ্গেই বাথরুমে যেতে দাও। হাজার হলেও ছেলেমানুষ তো। যাও, ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।"

গোগোলের মনে হল, দরজায় কান পেতে এ গলাটাই ও শুনেছিল। তিন নম্বর হাতের ইশারা করে ডাকল, "এসো।"

গোগোল আর বিজিত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। গুরুজি ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। লোকটার চোখ দুটো সাপের মতো অপলক। তিন নম্বর ঘরের বাইরে গেল। গোগোল আর বিজিত পিছনে পিছনে গেল। আসলে সেটাও পাশেরই একটা ঘর। এ ঘরে একটা বড় টেবিল, আর অনেকগুলো চেয়ার রয়েছে। টেবিলের ওপর কিছু খালি গেলাস। লোকজন কেউ নেই। তিন নম্বর সেই ঘর থেকে অন্য একটা খোলা দরজা দিয়ে বেরোল। দেখা গেল, একটা রেলিং ঘেরা লম্বা বারান্দা। বারান্দায় পা দিয়ে বোঝা গেল, এটা দোতলা। বাঁ দিকে দুটো ঘরের দরজা বন্ধ। ডান দিকে অন্ধকারে গাছপালার ভুতুড়ে ঝাড়। কিছুই দেখা যায় না।

www.BanglaBook.org

তিন নম্বর দুটো ঘর পেরিয়ে, আর একটা দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজায় শিকল তোলা ছিল।

তিন নম্বর শিকল খুলে, বাইরের দেওয়ালে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। বলল, "যাও, ভেতরে যাও। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।"

গোগোল আর বিজিত বাথরুমের ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই দেখল, বাথরুমের উল্টো দিকে আর একটা দরজাও খোলা। পাশেই একটা ঘর রয়েছে যেন। গোগোল দরজার বাইরে মুখ এনে বলল, "দরজাটা বন্ধ করব ?"

তিন নম্বরের বোধহয় ঘুম পেয়েছিল। হাই তুলে বলল, "তোমরা তো ছেলেমানুষ। তা ইচ্ছে হয়, বন্ধ করো।"

গোগোল ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। দিয়েই, ফিসফিস করে বলল, "কথা বলিস নে। দেখি পাশের ঘরে কী আছে।"

বিজিতের হাত ধরে গোগোল পাশের ঘরে গেল। বাথরুমের আলোর একটা ফালি সেই ঘরে পড়েছিল। গোগোল ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখল, ঘরে কেউ নেই। ঘরের শেষ দিকে, ডানপাশে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। গোগোল সেইদিকে গেল। দরজাটা খোলা। পাশে কোনো ঘর আছে কিনা দেখবার জন্য মুখ বাড়াল। অন্ধকারের মধ্যেও বোঝা গেল, কোনো ঘর নেই। সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। সামনে কোন বিপদ ওত পেতে আছে কিনা, যেন ভাববার সময় নেই। গোগোল বিজিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "বিজিত, যা থাকে বরাতে, চল নীচে নেমে যাই।"

বিজিতও গোগোলের মতোই ফিসফিসিয়ে বলল, "কিন্তু আমাদের জুতো যে সেই ঘরে পড়ে আছে ?"

গোগোল বিজিতকে নিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, "এখন জুতোর কথা ভাবতে হবে না। একটুও যেন শব্দ না হয়। খুব সাবধান।"

দুজনেই পা টিপে নীচে নেমে এল। লম্বা বারান্দা। মনে হয়, বারান্দার ওপর সারি সারি ঘর। একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারান্দায় আলো এসে পড়েছে। সে-ঘরে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ওপরে তখন তিন নম্বর বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। তার রাগী গলা ভেসে আসছে, "কী হল, অ্যাঁ ? ছোট বাথরুম কি আর শেষ হয় না ?"

গোগোল বিজিতের হাত ধরে বাঁ দিকে বারান্দার নীচে নেমে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পায়ের নীচে ঘাস মাটি। গোগোল না থেমে, বিজিতের হাত ধরে, বাঁ দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। ভয় হচ্ছিল, পাঁচিল আছে কি না। কিন্তু বেশ খানিকটা গিয়েও পাঁচিল দেখা গেল না। পায়ে পায়ে ঘাস আর জঙ্গল। পিছনে তখন হাঁকডাক শুরু হয়ে গেছে। জোরালো টর্চ লাইটের আলো এদিকে ওদিকে সাপের ছোবল দিচ্ছে।

গোগোল চুপি চুপি বলল, "বিজিত মাথা নিচু করে ছোট।"

হাত-ধরাধরি করে দুজনেই ছুটল। সামনেই বাঁধের মতো উঁচু লম্বা ঢিবি। ঢিবির ওপরে উঠলে, দেখে ফেলতে পারে। গোগোল ডান দিকে ফিরে ছুটতে লাগল। টর্চের তীব্র আলো ওদের কয়েক হাত দূরে ঝলকে উঠল। পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে না। ওদের পিছনে, একটু দূরেই একজনের গলা শোনা গেল, "এদিকেই গেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।"

আর একজনের গলা শোনা গেল, "বাঁধের ওপারে, কলোনিতে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু খুব সাবধান, বন্দুক থেকে গুলি চালাস নে। আশেপাশের লোক জেগে যাবে। ছুরিটা এনেছিস তো ?"

জবাবে শোনা গেল, "এনেছি। দুটোকে পেলে ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে দেব।"

গোগোলের মনে হল, সামনে একটা পুকুর। অন্ধকারে জল ঠিক চেনা যায়। অল্প অল্প বাতাস বইছে। পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউয়ে, আকাশের তারার আলো চিকচিক করছে। পুকুরের কাছ থেকে গোগোলরা সরে গেল। কাছেই একটা বাঁশঝাড়। দু জনেই বাঁশঝাড়ের আড়ালে ছুটে গেল। টর্চের আলো যেন সাপের জিভের

www.BanglaBook.org

মতো বাঁশঝাড়ের গায়ে চেটে দিল। গোগোল দেখল, সামনেই একটা বড় দোতলা বাড়ি। অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বাঁশঝাড়ের আড়াল ছেড়ে পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটার পিছনে চলে গেল। আবার টর্চের আলো ঝলকে উঠল, কয়েক হাত দূরেই। পায়ের নীচের মাটি বেশ শক্ত। গোগোল বিজিতের হাত ধরে দাঁতে দাঁত চেপে ছুটল। ছুটতে ছুটতে পাঁচিল যেখানে শেষ হয়েছে, আবার তার বাঁ দিকে ফিরল। আর তৎক্ষণাৎ টর্চের আলো সাপের ছোবলের মতো, পাঁচিলের কোণে পড়ল। গোগোল দমবন্ধ গলায় বলল, "ওরা আমাদের পেছনেই আসছে। ডান দিকে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ওদিকে চল্।"

দুজনেই ডান দিকের জঙ্গলের অন্ধকারে ঢুকে পড়ল। তারপরেই মনে হল, জঙ্গলের উঁচু জায়গাটা খাদের মতো নীচে নেমে গেছে। গোগোল আর বিজিত নীচের দিকে নেমে যেতেই, টর্চের আলো জঙ্গলের ওপর এসে পড়ল। আলোটা এক জায়গায় থেমে রইল না। চারদিকে যেন বাঘের চোখের মতো খুঁজতে লাগল।

গোগোলরা তখন বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে। পায়ের তলায় এবড়ো-খেবড়ো ইঁটের টুকরো। কী রকম জায়গায় এসে পড়েছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ একটা অন্ধকার হাঁ-মুখ দেখে, গোগোল, বিজিত থমকে দাঁড়াল। অনেকটা যেন সুড়ঙ্গের মতো। গোগোল না দাঁড়িয়ে, বিজিতকে নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর তৎক্ষণাৎ টর্চের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের বাইরে। আশেপাশে আলোটা কয়েক বার ঘুরে নিভে গেল। গলার স্বর ভেসে এল, "আন্দাজে কোথায় ছুটছিস বল তো? শয়তান দুটো যে এদিকেই এসেছে, তার কি কোনো ঠিক আছে?"

আর একজনের জবাব শোনা গেল, "ধুচ্চেকে শয়তান দুটো সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বাড়ির সামনের দিকে যায়নি। তা হলে আমাদের চোখে পড়ত। বাড়ির পেছন দিয়ে পালালে এদিকে ছাড়া কোথায় যাবে?"

প্রথম লোকটির গলা শোনা গেল, "হয়তো বাড়ির পেছনের

www.BanglaBook.org

দক্ষিণে পালিয়েছে।"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "সেদিকেও আমাদের লোক গেছে। আমাদের লোক সব দিকে গেছে। কিন্তু ছেলে দুটোকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, গুরুজি পাগল হয়ে যাবে।"

দ্বিতীয় লোকটির গলা শোনা গেল, "তার আগে তিন নম্বরকে খুন করবে। আমরা বাঘা বাঘা গোয়েন্দা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাই। সামান্য দুটো বাচ্চা ছেলে একেবারে আমাদের হাত ফসকে পালিয়ে গেল ? তাও আবার তিন নম্বরের চোখের সামনে থেকে ?"

প্রথম লোকটি বলল, "আমারই ইচ্ছে করছে, তিন নম্বরের মাথাটা গুলি করে উড়িয়ে দিই। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর কী করবি ? নীচে তো সেই ভাঙা গড়। সাপখোপের রাজত্ব। শয়তান দুটো এত তাড়াতাড়ি এদিকে আসতে পারেনি। এলে ঠিক দেখতে পেতাম। বিচ্ছু দুটো অন্য দিকে ভেগেছে।"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "কিন্তু ফিরে গিয়ে গুরুজিকে মুখ দেখাব কেমন করে ? আমার তো বুক কাঁপছে।"

প্রথম লোকটি দ্বিতীয় লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "চুপ কর তো। জিপের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না ?"

দুজনেই চুপ। গোগোল আর বিজিত তখন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দরদর করে ঘামছে আর হাঁপাচ্ছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা। গোগোলও কান পেতে শুনল, দূর থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসছে। জিপের আওয়াজ আলাদা করেও চিনতে পারে না। জিপ মানে কি পুলিশের গাড়ি ? দ্বিতীয় লোকটির গলা শোনা গেল, "ঠিক ধরেছিস, জিপেরই আওয়াজ। ঐ—ঐ তো, পিচের রাস্তায় জিপের আলোও দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় গুরুজি বেরিয়েছে !"

প্রথম লোকটি বলল, "হ্যাঁ, জিপই মনে হচ্ছে। তবে পুলিশের জিপও হতে পারে। চল ফিরে যাই। এতক্ষণে হয়তো পুঁচকে শয়তান দুটো ধরাও পড়ে যেতে পারে।"

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "চল। তবে ওরা ধরা পড়ে না থাকলে, আজ সারা রাত আমাদের খুঁজতে হবে। মনে হয়, অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরেও থাকতে পারে। দিনের বেলাও খুঁজতে হবে।"

প্রথম লোকটি বলল, "তার আগেই যদি না শয়তান দুটো পুলিশের কাছে চলে যায়। তা হলে সর্বনাশ! গুরুজি দিনের অপেক্ষা করবে না। ভোর হলেই এখানকার আস্তানা গুটোতে বলবে।"

লোক দুটোর ফিরে যাওয়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তবু গোগোল প্রায় পাঁচ মিনিট বিজিতের হাত ধরে অপেক্ষা করল। তখন ওর মাথায় ঘুরছে ভাঙা গড়। আর সাপখোপের রাজত্ব। ডাকাতটার মুখ থেকে কথাগুলো শোনার পর থেকেই ওর গা শিরশির করছিল। অজগরের ঘর থেকে পালিয়ে এসে, শেষে ভাঙা গড়ের গোখরোর মুখে? বিষ্ণুপুরের গড়খাইয়ে গোখরো আছে, গোগোল জানে। ও আর বিজিত হাত-ধরাধরি করে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল। গোগোল ফিসফিস করে বলল, "আমরা একটা পুরনো ভাঙা গড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। লোকটা ঠিকই বলেছে। এসব জায়গায় সাপ থাকতে পারে। চল, ওপর দিকেই উঠি।"

বিজিত বলল, "লোক দুটো গেছে তো?"

গোগোল নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, চলে গেছে।"

দুজনেই আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল। এতক্ষণে ওদের চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে। ওপরের জঙ্গলে উঠে এসে দুজনেই থামল। গোগোল বলল, "কোথায় যে এসেছি, কিছুই বুঝতে পারছি নে। ওরা কি আমাদেরও হাসনাবাদের কাছে কোথাও নিয়ে এসেছে? সামনের দোতলা বড় বাড়িটার কোথাও একটা আলো নেই। নীচে গড়। বাড়িটা হয়তো কোনো রাজার ছিল। এখন কেউ নেই। ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখাচ্ছে।"

বিজিত বলে উঠল, "ওরে বাবা! ভূতের বাড়ি?"

গোগোল হেসে উঠল। বলল, "ভূতের বাড়ি কে বলেছে? বলছি,

www.BanglaBook.org

ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। ডাকাতগুলো আবার এদিকে আসতে পারে। পিচের বড় রাস্তাটা যে কোন্ দিকে, বুঝতে পারছি না। আমাদের সেদিকে যাওয়াই ভাল।"

বিজিত বলল, "কিন্তু সে রাস্তায় যদি ডাকাতদের গুরুজি আমাদের দেখে ফেলে?"

গোগোল বলল, "আমরা তো রাস্তার ওপরে উঠব না। বড় রাস্তায় যেতে পারলে, জায়গাটা চেনা যেতে পারে।"

এই সময়েই একটা যন্ত্রের গোঁ গোঁ আওয়াজ ভেসে এল। গোগোল যেদিকে মুখ করেছিল, তার বাঁ দিকে তাকাল। প্রায় আধ মাইল দূরে, গাছপালার আড়ালে গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা গেল। মনে হল, একটা বড় ট্রাক যাচ্ছে। ওটাই তা হলে বড় রাস্তা। গোগোল বলল, "মনে হচ্ছে, ওটাই বড় রাস্তা। চল, জঙ্গলের ভেতরে ভেতরে ওদিকে যাই।"

দুজনেই গাড়ি চলার রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

www.BanglaBook.org

পালিয়ে আবার ফাঁদে

গোগোল বিজিত দুজনেই জঙ্গল ছাড়িয়ে একটা ইঁট-বাধানো রাস্তার ওপর এসে পড়ল। সরু রাস্তা। দুপাশে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাড়িঘর। বেশ দূরে দূরে লাইট পোস্টে, টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে। যেন জিরো পাওয়ারের বাতি। ওদের দেখে, কোথা থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বিজিত বলল, "এই রে, কুকুরটা এসে না আবার কামড়ে দেয়।"

গোগোল বলল, "কুকুরটা কোনো বাড়ির ভেতর থেকে ডাকছে। এটা একটা পাড়া বলে মনে হচ্ছে। বসিরহাটে ধলতিতেয় আমার মামার বাড়ির গাঁয়ে এরকম ইঁট বাঁধানো রাস্তা আছে। এই রাস্তাটাই বোধহয় পিচের বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। তবে খুব সাবধান! ওরা আমাদের খুঁজতে এদিকেও আসতে পারে। রাস্তার ধারে ধারে গাছের তলার অন্ধকার দিয়ে চল।"

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই, পিছনে শুকনো পাতার ওপর কারোর পায়ের শব্দ শোনা গেল। ওরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল। শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। কাউকে দেখা গেল না। কেবল ঝিঁ ঝিঁ ডাকার শব্দ। গোগোল বলল, "মনে হল, পেছনে কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল?"

বিজিত বলল, "আমারও মনে হয়েছিল, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ হেঁটে আসছে। কিন্তু আর শোনা যাচ্ছে না।"

গোগোল বলল, "শেয়াল-টেয়াল হতে পারে। চল্, দাঁড়াস্‌নে।"

দুজনেই চলতে লাগল। কয়েক পা যাবার পরেই, পিছনে আবার সেইরকম শব্দ। দুজনে আবার থম্‌কে দাঁড়াল। পিছন ফিরে

www.BanglaBook.org

তাকাল। কেউ নেই। কোনো শব্দও নেই। গোগোল অবাক হয়ে বলল, "অদ্ভুত তো ! বাবার কাছে শোনা জ্যাক্ লণ্ডনের একটা গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। একটা লোকের পেছনে পেছনে একটা খোঁড়া বাঘ ঠিক এভাবেই খেতে এসেছিল। লোকটাকে বাঘটা ঠিক বাগে পেয়ে ধরবার জন্য, এরকম পিছু নিয়েছিল, আর লোকটা সন্দেহ করে দাঁড়িয়ে পড়লে বাঘটাও জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু এখানে বাঘ আসবে কোথা থেকে ?"

বিজিত বলল, "সেই ওরা নয় তো ? নম্বরওয়ালারা ?"

গোগোল বলল, "না, ওরা হলে এতক্ষণে আমাদের শেষ করে দিত। শুনিসনি, বন্দুকের বদলে একজনের হাতে ছুরি ছিল ? যাক্‌গে, আর দাঁড়াসনে। আমরা বোধহয় ভুলই শুনেছি। চল্।"

দুজনেই আবার চলতে আরম্ভ করল। খানিকটা যাবার পরেই, আবার সেই শব্দ। কিন্তু এবার দুজনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেও, আর কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না। হঠাৎ অন্ধকারের ঝুপসিঝাড় থেকে একটা পেল্লায় দৈত্য যেন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর বিশাল দুটো সাঁড়াশি যেন ওদের ঘাড় ধরে পুতুলের মতো তুলে নিল। কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই, সামনের একটা বাড়ির মধ্যে দৈত্যটা ঢুকে পড়ল। গোগোল আর বিজিত হাত পা ছুঁড়ল, সেই শক্ত হাত থেকে ছাড়াতে পারল না। বিজিত কঁকিয়ে উঠতেই, সাঁড়াশি একটা ঝাপটা মারল। ঘাড়টাই ভেঙে পড়ার দাখিল। গোগোলের গালে গলায় বড় বড় কর্কশ লোমের ছোঁয়ায় মনে হল, দৈত্যটা একটা বিরাট আকারের শিম্পাঞ্জিও হতে পারে। দৈত্যটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে, দুটো অন্ধকার ঘর পেরিয়ে, আর একটা ঘরে ঢুকে, গোগোল আর বিজিতকে ছুঁড়ে ফেলল নরম গদির ওপর। দৈত্যটার গলায় হুম হুম শব্দ হচ্ছিল। প্রথমে দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। তারপরেই একটা ষাট পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠল।

গোগোল আর বিজিত দেখল, ওদের সামনে মানুষের আকৃতি হলেও, একটা প্রকাণ্ড গোরিলা যেন দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুলগুলো

www.BanglaBook.org

অনেকটা পাঁশুটে, ঘাড় বেয়ে পড়েছে। মুখেও সেই রঙের লম্বা গোঁফদাড়ি। তার খালি গায়ে সবখানেই কম্বলের মতো লোম। অথচ সে পরে আছে একটা ব্লিচ্ করা জিনস্। বড় বড় পায়ে কাদামাটি মাখা কেড্স। তার বুক যেমন চওড়া, তেমনি হাত পা পেশল। দেখলে মনে হয় বুড়ো। কিন্তু বুড়ো সে মোটেই নয়। তার দাঁতগুলো অটুট, একটু কেমন কাল্‌চে। চোখ দুটো যেন জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলছে। সে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। গোরিলার মতোই সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে আছে।

গোগোল আর বিজিতকে ফেলা হয়েছে একটা বড় খাটের বিছানায়। ঘরের মধ্যে আছে একটা টেবিল আর চেয়ার। টেবিলের ওপর কতগুলো মোটা মোটা বই। কাগজ কলম আর সরু তারের মতো ফ্রেমের চশমা। দুটো কাঠের আলমারিও আছে। পাল্লা-বন্ধ আলমারির মধ্যে কী আছে, তা জানবার উপায় নেই।

গোগোল ভাববার চেষ্টা করছিল, লোকটা ডাকাত দলের কেউ কি না। কেন এভাবে ওদের ধরে এনেছে। লোকটার মতলবই বা কী? লোকটা একটা কথাও বলছে না। ঝুঁকে আর দুলে দুলে, ওদের দুজনের দিকে দেখছে, আর হুম্ হুম্ শব্দ করছে। গোগোল কাত হয়ে পড়ে ছিল। নড়েচড়ে উঠে বসতেই, বিকট চেহারার লোকটা যেন তলপেট থেকে শব্দ বের করে বলল, "খবরদার, নড়বে না। আর হল্লা করলে, দুজনকেই এক সঙ্গে গলা টিপে শেষ করে দেব। এই হাত দুটো দেখেছ? আর এর শক্তিও জানো।"

গোগোলের মনে হল, চেহারা আর গলার স্বরে লোকটাকে একটা ভয়ংকর পশুর মতো মনে হলেও, ডাকাত দলের মনে হচ্ছে না। গোগোল সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাদের ধরে আনলেন কেন? কী চান?"

"ধরে আনলাম কেন?" লোকটা চোখ কুঁচকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তোমরা এত রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে?"

গোগোল বলল, "আমরা বাড়ি থেকে পালাইনি।"

www.BanglaBook.org

লোকটা ধমকে উঠল, "চুপ ! আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে ? আমি নিজে ফাঁদ পেতে, তোমাদের বাড়ি-ছাড়া করিয়ে এনেছি। আমি জানিনে ?"

বলতে বলতে সে পিশাচের মতো হেসে উঠল। বলল, "রামচাঁদ ঢেঁকির দুই নাতি তোমরা। ঠিক চিনতে পেরেছি। কেবল ওর একটা চোখ কানা বলে একটু খট্‌কা লাগছে। জমিদার রামচাঁদের একটা নাতির একটা চোখ নেই, এ খবরটা আমার জানা ছিল না। আমার গুপ্তচরেরা বোধহয় জানত না। কিন্তু তারাই তোমাদের লোভ দেখিয়ে বাড়িছাড়া করেছে। আমার আশা পূরণ করেছে। ঠিক পথেই পাঠিয়েছে। ওদের আমি আরও মোটা টাকা বখশিশ্ দেব। তোমরা ভাবছিলে, এই পথে গিয়ে, ভোরের ফার্স্ট বাসটা ধরবে, তারপর কলকাতায় যাবে। সেখান থেকে উড়োজাহাজে বিলেত। ও-সবই আমার ধাপ্পা। একে বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যাক্, অনেক কষ্টে এতদিনের সাধ মিটল।"

লোকটা হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। গোগোল আর বিজিত নিজেদের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকাল। লোকটা পাগল কিনা বুঝতে পারছে না। কোনো কথারই খেই পাচ্ছে না। কেবল একটা কথা ভেবে ওরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। এ লোক ব্যাঙ্ক-ডাকাতদলের কেউ নয়। কিন্তু লোকটা কী করে ওদের রামচাঁদ ঢেঁকির নাতি ভাবছে, বুঝতে পারছে না। রামচাঁদ ঢেঁকি জমিদারই বা কে ? লোভ দেখিয়ে তার নাতিদের বাড়িছাড়া করার কারণই বা কী ? আর কী করেই বা দুটো ছেলে উড়োজাহাজে চেপে বিলেত যাবে ? তবে একটা কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। নইলে লোকটা এত রাত্রে রাস্তায় ওত পেতে দাঁড়িয়েই বা থাকবে কেন ? অবশ্য যদি বদ্ধ পাগল না হয়।

গোগোল আবার সাহস করে বলল, "কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা রামচাঁদ ঢেঁকির কেউ নই। আমরা—"

"চোপ্, চোপরাও।" লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে হুমকে উঠল, "মিথ্যে

www.BanglaBook.org

কথা বলে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না। আমি যা প্ল্যান করেছিলাম, ঠিক সেইমতো কাজ হয়েছে। নইলে এই রাত তিনটেয় দুটো জ্যান্ত ছেলে তোমরা এমনি এমনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছ ?"

বিজিত বলে উঠল, "আমরা বাড়ি থেকে পালাইনি। আমাদের জোর করে ধরে এনেছে সেই—"

"ফের বাজে কথা ?" লোকটা বিজিতের দিকে ঘুষি বাগিয়ে এগিয়ে এল। বলল, "বাজে কথা বলবে তো এখুনি গলা টিপে নিকেশ করে দেব।"

বিজিত গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। গোগোলের দিকে তাকাল। গোগোল ওকে চোখের ইশারায় চুপ করতে বলল। লোকটা আবার পায়চারি শুরু করল। গোগোল বলল, "একটু খাবার জল পাওয়া যাবে ?"

গোরিলার মতো লোকটা দাঁড়াল। বলল, "তা পাওয়া যাবে। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আমি শোধ তুলব ধীরে সুস্থে। রামচাঁদ ঢেঁকি আইনকে কলা দেখিয়েছে। ভেবেছে, তাকে কেউ জব্দ করতে পারবে না। কিন্তু আমার নাম টেকচাঁদ সরখেল।"

বলতে বলতে টেকচাঁদ সরখেল সেই ঘরেরই এক কোণে রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে গেলাসে ভরে এনে দিল। গোগোল ঢক ঢক করে জল খেয়ে, বলল, "আমার বন্ধুকে এক গেলাস দেবেন ?"

টেকচাঁদ হেসে বলল, "বন্ধু ? আমাকে ঠকাবার মতলব ? তা ভাইও বন্ধু হয়। দেব, যত জল চাও, দেব। খিদে পেলে খাবারও দেব। কিন্তু রামচাঁদ ঢেঁকির বাড়িতে আর ফিরে যেতে হচ্ছে না।"

টেকচাঁদ বিজিতকেও এক গেলাস জল এনে দিল। বিজিত জল খেল। গোগোল আবার সভয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাদের নিয়ে কী করবেন ?"

টেকচাঁদ সরখেল বিজিতের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে বলল, "কী আর করব ? রামচাঁদ ঢেঁকি আমার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে যা করেছিল, আমিও তোমাদের তাই করব।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে গেলাসটা নিয়ে, কুঁজোর সামনে কাঠের পাটাতনের ওপর রাখল। গোগোল আবার জিজ্ঞেস করল, "রামচাঁদ ঢেঁকি আপনার ছেলেকে কী করেছিল ?"

টেকচাঁদ গোগোলের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তোমরা তখন জন্মাওনি, জানবে কী করে ? সেই পামরটা আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল। তারপরে মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছিল।"

গোগোলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও বিজিতের দিকে তাকাল। বিজিতের অবস্থা আরও খারাপ। গোগোল তবু জিজ্ঞেস করল, "কেন আপনার ছেলেকে খুন করেছিল ?"

টেকচাঁদ সরখেল বলল, "কেন আবার ? লোভ, সম্পত্তির লোভ। তোমরা তো আর আমার নাম শোনোনি। রামচাঁদ আর আমি মামাতো-পিসতুতো ভাই। পাশাপাশি দুই গাঁয়ে বাড়ি। আমাদেরও অঢেল সম্পত্তি ছিল। কিন্তু রামচাঁদের মতো আমাদের বংশ মূর্খ ছিল না। ঐ জমি আর সম্পত্তির লোভেই রামচাঁদ নিজের ভাইপোকে খুন করতেও পেছ্‌পা হয়নি। আমি ছিলাম তখন বিলেতে। জীবনে অনেক কিছু করব ভেবেছিলাম। ছেলের খুনের খবর পেয়ে, আর কিছুই করতে পারিনি। আমার স্ত্রী ছেলের শোকে মরে গেছল। আর আমি প্রতিশোধ নেবার জন্য আজও বেঁচে আছি। আজ, আজ সেই প্রতিশোধের দিন এসেছে ! রামচাঁদ জানতেও পারবে না, তার দুই নাতিকে আমি খুন করে, মাটির তলায় চাপা দিয়ে দিয়েছি। হাঃ হাঃ হাঃ !"

টেকচাঁদ পাগলের মতো হাসতে লাগল। সেই হাসি গোগোল আর বিজিতের বুকে ভয়ের ঝড় তুলল। ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা ওদের অজগর দিয়ে খাওয়াতে চেয়েছিল। সেখান থেকে পালিয়ে, এখন টেকচাঁদ সরখেলের হাতে। এ গলা টিপে মেরে মাটির তলায় পুঁতে দেবে। কী কুক্ষণে যে ব্যাঙ্ক-ডাকাতির গাড়ি দেখতে দুজনে বেরিয়েছিল। পালিয়ে বেঁচেও আবার নতুন ফাঁদে। অথচ ওরা

www.BanglaBook.org

রামচাঁদ ঢেঁকির কেউ নয়। কিন্তু সে-কথা বলতে গেলেই টেকচাঁদ এমন তেড়ে আসছে, হয়তো এখনই গলা টিপে মেরে ফেলবে। তবু গোগোল সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু আপনাকে যদি পুলিশে ধরে ?"

টেকচাঁদ সরখেল খ্যাক করে উঠল, "কী বললে ? পুলিশে ধরবে ? হাঃ হাঃ হাঃ। এমন ভাবে গুম্ করব, পুলিশের বাবার ক্ষমতা নেই আমাকে ধরবে। এই যে দেখছ, এ ঘরের মোজাইক টাইলস্, দেখে বুঝতে পারছ, কোথাও একটু কোনো নিশানা আছে ? এই ঘরেরই এক জায়গা থেকে আটটা টাইলস্ খুললেই, তার নীচে ম্যানহোল ঢাকা বিরাট গর্ত। তোমাদের তার মধ্যে ফেলে দিয়ে, মাটি ভরাট করে, ম্যানহোল চেপে, টাইল্স বসিয়ে দেব।"

বিজিতের গলা দিয়ে ভয়ার্ত স্বর বেরিয়ে এল। এমন সময় দরজায় খসখস আওয়াজ হল। যে-দরজা দিয়ে টেকচাঁদ গোগোল বিজিতকে নিয়ে ঢুকেছিল। টেকচাঁদ বলল, "হ্যাঁ, যাচ্চি।"

টোকচাঁদ দরজাটা খুলে ডাকল, "আয় চাঁদ।"

গোগোল বিজিত অবাক চোখে দেখল, একটা প্রকাণ্ড কুকুর ঘরের মধ্যে ঢুকল। দেখেই বোঝা গেল, গ্রেট ডেন। একটা বাছুরের থেকেও যেন বড়। কালো রঙ। মুখের দিকটা হালকা বাদামি। সে ঘরে ঢুকে গোগোল আর বিজিতকে দেখে, সোজা খাটের সামনে চলে এল। মুখ বাড়িয়ে শুঁকতে যেতেই বিজিত চিৎকার করে, লাফিয়ে সরে গেল। কুকুরটা একবার গরগর করে উঠল। গোগোল দাঁতে দাঁত চেপে, শক্ত হয়ে বসে রইল। চাঁদ গোগোলের গা শুঁকে, বিজিতকে একবার দেখল। তারপর ফিরে গেল টেকচাঁদের কাছে। টেকচাঁদ চাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "ঠিক আছে চাঁদ ?"

চাঁদ গম্ভীর স্বরে আঁউ করে এমন শব্দ করল, যেন বলল, "সব ঠিক আছে।"

টেকচাঁদ হাত তুলে খাটের দিকে দেখিয়ে বলল, "চাঁদ, এদের দিকে নজর রাখবি। যেন এ ঘরের বাইরে না যেতে পারে।

www.BanglaBook.org

বুঝলি ?”

চাঁদ খাটের দিকে তাকিয়ে, আর একবার শব্দ করল, “আঁউ।”

টেকচাঁদ দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল। চাঁদ ঘরের চারদিকে শুঁকে শুঁকে, খাটের থেকে একটু দূরে মেঝেয় বসল। গোগোল বলল, “বিজিত, কুকুরের সামনে কখনও লাফালাফি করতে নেই, তাতে ওরা বেশি রেগে যায়।”

বিজিত কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, “গোগোল, অজগরের থেকে এটা কিছু কম নয়। ওর হাঁ-মুখটা বাঘের থেকে বড়।”

গোগোল বলল, “হ্যাঁ। কিন্তু ওর দিকে একদম তাকাসনে।”

বাইরে কাকের ডাক শোনা গেল। রাত ভোর হয়ে আসছে। গোগোল আর বিজিতের এখন ঘুম আসছে। আর চোখ মেলে বসে থাকতে পারছে না। বাইরে পাখির কিচির মিচির ডাকও শোনা যাচ্ছে। গোগোল শুয়ে পড়ে হঠাৎ ডাকল, “চাঁদ, চাঁদ, এদিকে আয়।”

বিজিত লাফ দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। গোগোল ওকে চেপে ধরে রাখল। চাঁদ মেঝে থেকে উঠে, খাটের সামনে এসে দাঁড়াল। গোগোল হাতটা খাটের ধারে এগিয়ে দিল। চাঁদ হাতটা চেটে দিল। গোগোল আবার ডাকল, “চাঁদ।”

চাঁদ দু পা খাটের ওপর তুলে, গোগোলের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে এল। ওর মুখ শুঁকে, মাথা আর মুখ চেটে দিল। গোগোল চোখ বুজে শুয়ে রইল। চাঁদ একটা থাবা দিয়ে গোগোলের গায়ে খোঁচা দিল। গোগোল মাথাটা চাঁদের মুখের কাছে আরও এগিয়ে দিয়ে, ওর থাবায় হাত বুলিয়ে দিল। চাঁদ গোগোলের মাথা-মুখ চেটে আবার মেঝেয় চলে গেল।

বিজিতের তখন দমবন্ধ অবস্থা। জিজ্ঞেস করল, “কোন্ সাহসে তুই এরকম করছিস ?”

গোগোল বলল, “আমি একটা বইয়ে পড়েছি, চেহারা দেখে কুকুরকে বিচার করতে নেই। ও যদি সত্যি সেরকম শিকারি আর

www.BanglaBook.org

রাগী হত, তাহলে ডাক শুনে কাছে আসত না। এভাবে এদের নেচার চেনা যায়। কিন্তু এখন আর চোখ মেলে থাকতে পারছিনে। ঘুমের মধ্যে যদি লোকটা আমাদের মেরে না ফেলে, তারপরে কী হয় দেখব।"

বিজিত চোখ মেলে থাকতে চাইলেও, আস্তে আস্তে গোগোলের মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

www.BanglaBook.org

আবার পালাবার সুযোগে

গোগোলের যখন ঘুম ভাঙল, ঘরটা তখন দিনের আলোয় ভরে গেছে। পাশ ফিরে দেখল, বিজিত অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘরের দুটো জানালা খোলা। দিনের আলো এসে পড়েছে সেই জানালা দিয়ে। গোগোল ঘরের মেঝের দিকে তাকাল। চাঁদ শুয়ে আছে ঢোকবার দরজার মুখের কাছে। ওর মুখটা সামনের দুই থাবার ওপরে। দরজাটা খোলা। টেকচাঁদ সরখেল লেখার টেবিলে বসে, চোখে চশমা এঁটে কিছু লেখায় ব্যস্ত।

গোগোল আস্তে আস্তে উঠে বসল। ঘরটার দিকে ভাল করে দেখল। কড়িবরগার ছাদ দেখেই জানা যায়, পুরনো দিনের বাড়ি। কিন্তু বাদামি রঙের দেওয়াল পরিষ্কার। মোজাইকের দাবার ছকের সাদা-কালো মেঝে চকচকে। মনে পড়ে গেল, এ মেঝেরই কোথাও সেই কুয়ো আছে। ওপর থেকে বোঝবার উপায় নেই। ও আর-একবার টেকচাঁদের দিকে দেখল। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লিখছে। তার পাঁশুটে রঙের দাড়ি ঠেকেছে প্রায় টেবিলে। বড় খাটের বিছানাপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়িটা দোতলা না একতলা, গতকাল রাত্রে বুঝতে পারেনি। এখনও পারছে না। জানালার শিকের গায়ে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। বাইরে বিরাট বাগান। আম জাম নারকেল, কত রকমের গাছ যে আছে। আমগাছগুলোতে অনেক কচি আম ধরেছে। কাঁটালগাছে অনেক এঁচড়। কাঠবেড়ালিরা হুটোপুটি খেলছে গাছের ডালে ডালে। বাগানের পাঁচিল যে কোথায়, দেখা যাচ্ছে না। তবে গাছের ফাঁকে, দূরে একটা হলুদ রঙের দোতলা বাড়ির কিছুটা দেখা যাচ্ছে। দোতলার বারান্দায়

www.BanglaBook.org

চেয়ারে বসে, খালি গা এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছেন মনে হয়। এ ঘর থেকে চিৎকার করে ডাকলেও শুনতে পাবেন না। আর চিৎকার করা মানেই গলা টিপে ধরা।

গোগোলের ছোট বাথরুম পাচ্ছে। দাঁত মাজতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নিজের ব্রাশ নেই। তাছাড়া, খুব খিদেও পাচ্ছে। ও টেকচাঁদের দিকে তাকাল। বলল, "আমার বাথরুম পাচ্ছে।"

টেকচাঁদ তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কলম রেখে, চোখ থেকে চশমা খুলল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই, চাঁদও মুখ তুলে তাকাল। একবার মনিবের দিকে দেখে গোগোলকে দেখল। টেকচাঁদ তার জিনস্‌য়ের পকেটের সঙ্গে কোমরের রুপোর শিকলে ঝোলানো ঘড়ি বের করে দেখে বলল, "বেলা দশটা বেজে দশ মিনিট। হুম্! উঠে এসো।" বলে সে ঢোকবার দরজার বিপরীত দিকের দরজাটা খুলে দিল। বলল, "যাও, বাথরুম সেরে মুখ ধুয়ে এসো। রামচাঁদ ঢেঁকির নাতিদের জন্য আমি জলখাবার করে রেখেছি। মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নাও।"

টেকচাঁদের গলা শুনেই বিজিতের ঘুম ভেঙে গেল। বিজিত লাফ দিয়ে উঠে বসল। গোগোলের হাত চেপে ধরল। গোগোল বলল, "আমি বাথরুম থেকে আসছি। ভয় পাসনে।"

টেকচাঁদ গোঁফদাড়ির ফাঁকে কাল্‌চে দাঁতে হেসে বলল, "এখন ভয়ের কিছু নেই। আমার পাঁজি-পুঁথি সব দেখা হয়ে গেছে। আজ রবিবার। বলি দেবার প্রশস্ত সময় হল বেলা একটা থেকে তিনটে।"

টেকচাঁদের কথা শুনে গোগোলের বুক কেঁপে উঠলেও, ও বিজিতের হাতে চাপ দিয়ে, ইশারা করল। টেকচাঁদকে বলল, "আমরা দুজনে একসঙ্গে বাথরুমে যাব?"

টেকচাঁদ দুলে দুলে বলল, "যাও। কিন্তু কমোড মাত্র একটা।"

গোগোল খাট থেকে নামতেই চাঁদও উঠে দাঁড়াল। বিরাট একটা হাই তুলে, লম্বা জিভটা বের করল। কাছে এসে গোগোলের গা শুঁকল। বিজিত ভয়ে গোগোলের হাত চেপে ধরল। দুজনেই

www.BanglaBook.org

বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। দেখল, এ বাথরুমে আর কোনো দরজা নেই। বেশ বড় বাথরুম। গরম জলের গিজার থেকে, ঝকঝকে কমোড, শাওয়ার, বেসিন, আয়না, সব আছে। ওপর দিকের দেওয়ালে, দু'ধারে দুটো ছোট স্কাইলাইট। গোগোল দরজা বন্ধ করে দিল। টেকচাঁদ কোনো আপত্তি করল না। গোগোল আগে কমোডের দিকে এগিয়ে গেল। বিজিতের গলায় কান্না ঠেকে আছে। জিজ্ঞেস করল, "কী হবে গোগোল ?"

গোগোল বলল, "ভাবছি। তুই চাঁদকে একদম ভয় পাসনে, এটা বলে রাখছি। ডাকাতগুলো পালিয়ে গেল কি না বুঝতে পারছিনে। খালি একটা কথা মনে রাখবি, টেকচাঁদের হাত থেকে বেলা একটার আগে যেমন করে হোক আমাদের পালাতেই হবে। সেটা কীভাবে হবে, আমি ভাবছি। দরকার হলে, দুজনে ওর সঙ্গে লড়াই করব।"

বিজিতের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। বলল, "বলিস কী গোগোল ? একটা গোরিলার থেকেও ওর শক্তি বেশি। আমাদের আছাড় মেরে মেরে ফেলবে। তার সঙ্গে ঐ গ্রেট ডেন।"

গোগোল কমোডের ফ্লাশ টেনে দিয়ে, বেসিনের কাছে গিয়ে বলল, "চাঁদকে আমার ভয় নেই। আমি ওর পা জড়িয়ে ধরেই পালাতে পারব। ওর নেচারটা বুঝে গেছি। অবশ্য পশুর কথা কেউ বলতে পারে না। তবে সুযোগ একটা নিতেই হবে।"

দুজনেই মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। টেকচাঁদ দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের কাছে। টেবিলের ওপর দুটো প্লেট ছিল, জোড়া জোড়া ফ্রেঞ্চ টোস্ট আর সন্দেশ। একছড়া মর্তমান কলা। দু'গেলাস জল। টেবিলের সামনে দুটো টুল। টেকচাঁদ বলল, "এসো, খেয়ে নাও।"

চাঁদ দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের কাছেই। টেকচাঁদ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, "চাঁদ, তুই এখানে থাক। আমি আসছি।" বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোগোল দরজার বাইরে দেখল। পরপর দুটো ঘর। কিন্তু রাস্তার

www.BanglaBook.org

দিকে দরজা বন্ধ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গোগোল চাঁদের দিকে দেখল। প্লেট থেকে একটা ফ্রেঞ্চ টোস্ট তুলে ওর মুখের কাছে ধরল। চাঁদ শুঁকে, টোস্ট মুখে নিয়ে, মাটিতে ফেলল। তারপর থাবা দিয়ে ধরে, খেয়ে নিল। গোগোল হেসে, নিজে খেতে আরম্ভ করল। বিজিতকেও খেতে বলল। গোগোল নিজের টোস্ট খেতে খেতে, কিছুটা চাঁদকেও দিল। চাঁদ দিব্যি খেতে লাগল। ও বলল, "শিকারি কুকুর কক্ষনো পরের হাত থেকে খায় না। ও আমার হাত থেকে খাচ্ছে। তার মানে, ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। তুইও দে বিজিত।"

বিজিত চাঁদকে খাবার এগিয়ে দিল। চাঁদ একবার শুঁকে, খেয়ে নিল। বিজিত তবু বলল, "ওর দিকে তাকালেই আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।"

গোগোল বলল, "ভয় কি আমারই করছে না ? কিন্তু ভয় পেলে, বুদ্ধি গুবলেট হয়ে যায়। চটপট খেয়ে নে।" ও পট্‌পট্‌ করে দুটো কলা ছড়া থেকে ছিঁড়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। আর ভাবতে লাগল, সামনের ইঁট-বাঁধানো রাস্তাটা বেশি দূরে নয়। মরিয়া হয়ে একবার সুযোগ নিতেই হবে। কিন্তু এ-বাড়িতে কি টেকচাঁদ ছাড়া আর লোক নেই ? না থাকলে ঘর-দরজা এত পরিষ্কার থাকে কেমন করে ? অথচ পাখির ডাক, গাছে গাছে বাতাসের শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

গোগোল বিজিত, দুজনেরই খাওয়া শেষ। একটা গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে। ঘড়ঘড়ে শব্দ। ট্রাক ? ট্রাক কি ইঁট-বাঁধানো সরু রাস্তায় ঢুকবে ? গোগোল উঠে দাঁড়িয়ে, দরজার সামনে দাঁড়াল। সামনের দুটো ঘরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। টেকচাঁদ কোথায় ? গোগোল চাঁদের গায়ে হাত দিল। চাঁদ গোগোলের প্রায় বুকের সমান। গোগোলের হাত চেটে দিল। গোগোল বলল, "বিজিত, আমার পাশে-পাশে আয়।"

গোগোলের বুক ঢিপঢিপ করছে। তবু ও সামনের ঘরে গেল।

www.BanglaBook.org

চাঁদও ওদের সঙ্গে গেল। ডান দিকে একটা দরজা খোলা। ওপাশে লম্বা দালান। দালানের ওদিকে কি দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে? এ-ঘরেও একটা সিঙ্গল খাটে বিছানা। দেওয়ালে কালীর একটা বড় ছবি। বাগানের দিকে একটা জানালা খোলা। গোগোল এ-ঘর থেকে সামনের ঘরে গেল। চাঁদ ওর পাশে-পাশে। এ-ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ। দালানের মতো ঝাপসা অন্ধকার। গোগোলের দাঁতে দাঁত চেপে বসছে। ও সামনের দরজাটার হুড়কো খুলে ফেলল। দরজা খুলতেই, সামনে খানিকটা খালি জায়গা। ছোট লোহার গেটের বাইরেই, সেই ইঁট-বাঁধানো পাকা রাস্তা। লোকজন নেই। গাছপালার ছায়া, ফাঁকা।

দরজা খুলতেই চাঁদ আগে দরজার সামনে দাঁড়াল। এই সুযোগ! রাস্তায় একবার পড়তে পারলেই মুক্তি। ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা গেল, একটা জিপ এগিয়ে এল। হঠাৎ জিপ থেকে চিৎকার শোনা গেল, "গুরু, ঐ যে শয়তান দুটো।"

গোগোল দেখল, এক নম্বর জিপের সামনে বসে। সে তৎক্ষণাৎ রিভলভার তুলে গুলি করল। গুলিটা লাগল সোজা চাঁদের মাথায়। চাঁদ একটা ছোট শব্দ করেই দরজার কাছে লুটিয়ে পড়ল। গোগোল বিজিতের হাত ধরে চট করে ঘরের মধ্যে পিছিয়ে যেতেই আবার গুড়ুম শব্দ। একটা গুলি এসে লাগল দরজার চৌকাঠে। তখনই টেকচাঁদ খ্যাপা গোরিলার মতো ছুটে এল। গোগোল আর বিজিতকে সামলাবার আগে সে দরজার কাছে ছুটে গেল। আবার গুড়ুম শব্দ। এবার টেকচাঁদ কাঁধে হাত চেপে, আর্তনাদ করে বসে পড়ল। বাইরে তখন লোকজনের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে।

গোগোল বিজিতকে টেনে নিয়ে, যে-ঘরে ওরা ছিল, সে-ঘরে ছুটে গেল। গিয়েই দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে তখন লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যেই দুম করে একটা বোমা ফাটল। কয়েক সেকেণ্ড পরে আর একটা। জিপের শব্দ তখন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বিজিত থরথর করে কাঁপছে। গোগোল দরজায় কান পেতে,

www.BanglaBook.org

বাগানের দিকে দেখছে। বাইরে ভিড় আর চেঁচামেচি বেড়ে উঠেছে, টের পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরেই, বাইরের ঘরে লোকজনের গলা শোনা গেল। একজন বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেছি, দুটো বাচ্চা ছেলে বাইরের দরজার কাছ থেকে ভেতরে ঢুকেছে।"

আর একজন বলল, "টেকচাঁদ সরখেলের বাড়িতে বাচ্চা ছেলে আসবে কোথা থেকে ? খ্যাপা বুড়োটা তো একলাই থাকে। কাঁধে গুলি খেয়ে পড়ে ছিল। কিছুতেই হাসপাতালে যেতে চাইছিল না। কয়েকজন জোর করে নিয়ে গেছে।"

টেকচাঁদকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। একেই বোধহয় দুর্দৈব বলে। কিন্তু চাঁদ ? চাঁদ কি বেঁচে আছে ? তখনই একজন বলল, "এ-দরজা তো বন্ধ দেখছি। ধাক্কা দাও তো।" দরজায় ধাক্কা পড়ার আগেই, গোগোল দরজা খুলে দিল। এক দঙ্গল লোক ওদের দিকে হতভম্ব চোখে তাকাল। তাদের মধ্য থেকে ধুতি-পাঞ্জাবিপরা, চশমা চোখে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কে ? টেকচাঁদবাবুর কে হও ?"

গোগোল বলল, "আমরা তাঁর কেউ নই। আমাদের এখনই থানায় নিয়ে চলুন। নইলে ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা পালিয়ে যাবে।"

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, "ব্যাঙ্ক-ডাকাত !"

গোগোল বলল, "হ্যাঁ, জিপগাড়িতে ওরা ছিল। তাড়াতাড়ি থানায় চলুন, পুলিশকে সব বলতে হবে। তখন সবই জানতে পারবেন।"

ধুতি-পাঞ্জাবিপরা চশমা চোখে ভদ্রলোক বললেন, "হুঁ, গুরুতর কোনো ঘটনা পেছনে আছে। চলো, তোমাদের নিয়ে আমি থানায় যাচ্ছি।"

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই, কে বলে উঠল, "পুলিশ এসে গেছে।"

গোগোল দেখল, সত্যি সত্যি পুলিশ এসেছে। একজন ইনসপেক্টর সবাইকে সরিয়ে এগিয়ে এলেন। লম্বা দশাসই চেহারা। কোমরে রিভলভার। তাঁর পিছনে বন্দুক-হাতে দুজন সেপাই। তাঁকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেই ধুতি-পাঞ্জাবিপরা ভদ্রলোক বললেন, "এই যে, বড়বাবুই এসে গেছেন দেখছি। শুনুন, এই ছেলেটি বলছে, জিপে করে এসে যারা টেকচাঁদবাবুকে গুলি করেছে, আর তাঁর কুকুরকেও মেরে ফেলেছে, তারা নাকি ব্যাঙ্ক-ডাকাত !"

বড়বাবু মানে থানার অফিসার ইনচার্জ ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে গোগোল আর বিজিতের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি গোগোল আর বিজিত ?"

গোগোল অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ"।

ও সি বললেন, "দেখেই চিনেছি। কাল রাত্রেই থানায় সব খবর এসে গেছে। তা তোমরা এখানে, এ বাড়িতে এলে কী করে ? ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা তো তোমাদের কিডন্যাপ করেছিল।"

গোগোল বলল, "হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক-ডাকাতরাই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এ বাড়িতে নয়, অন্য একটা বাড়িতে। আমরা পালিয়ে আসতে গিয়ে, টেকচাঁদবাবুর হাতে কাল রাত্রে ধরা পড়েছি। এখুনি ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের ধরতে না পারলে পালিয়ে যাবে।"

"কোথায় আছে তারা ?" ও সি জিজ্ঞেস করলেন।

গোগোল দরজার দিকে মুখ করে বলল, "এদিকে, মনে হয় মাইল খানেক দূরে, একটা দোতলা বাড়িতে তারা উঠেছে। একটা জিপ, আর একটা প্রাইভেট গাড়ি, খয়েরি রঙ। মাথায় ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো দাগ আছে। নম্বর লাগানো আছে, এম আর পি, টু থাউজ্যান্ড।"

ও সি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ঠিক আছে। তোমরা এসো আমার সঙ্গে।" বেরিয়ে যাবার আগে, তিনি সেই ভদ্রলোককে বললেন, "পঞ্চাননবাবু, আপনি লোকজন নিয়ে এ-বাড়ির ওপর একটু নজর রাখুন। আমি এদের নিয়ে থানায় যাচ্ছি। গিয়েই, ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।"

গোগোল আর বিজিতের মনে তখন উত্তেজনা থাকলেও, ভয় আর ছিল না। ওদের মনে তখন ভাবনা, ডাকাতরা ধরা পড়বে কি না। বেরিয়ে আসবার সময়, চাঁদকে রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে

www.BanglaBook.org

থাকতে দেখে, গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর চোখে জল এসে পড়ল। নিচু হয়ে বসে ও চাঁদের বিরাট গায়ে হাত দিল। ও সি বললেন, "গোগোল, এখন একটুও সময় নেই। তাড়াতাড়ি চলো।"

গোগোল আর বিজিত ও সি-র সঙ্গে তাঁর জিপে চেপে বসল। জিপ চলতে আরম্ভ করল। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "এ জায়গাটার নাম কী?"

ও সি বললেন, "বসিরহাট।"

বসিরহাট! ইট বাঁধানো সরু রাস্তা দেখে, গতকাল রাত্রেই ওর বসিরহাটের কথা মনে পড়েছিল। এখান থেকে তা হলে ধলতিতার মামার বাড়ি নিশ্চয়ই কাছে। কিন্তু গোগোল এখন সে-কথা বলল না। ওরা থানায় পৌঁছতেই, একটা উত্তেজনা আর ব্যস্ততা দেখা দিল। ও সি তাঁর ঘরে গোগোল আর বিজিতকে বসিয়ে, বাইরে চলে গেলেন। একটু পরেই, কয়েকটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ও সি-র গলা শোনা গেল, "চন্দ্রবাবু, মাইকটা নিতে ভুলবেন না। বলরামবাবু, আপনি একবার আমার ঘরে আসুন।"

ও সি জুতোর শব্দ করে তাঁর ঘরে দৌড়ে এলেন। পিছনে সাদা শার্ট আর ট্রাউজার পরা এক ভদ্রলোকও ঢুকলেন। ও সি বললেন, "বলরামবাবু, এই হল গোগোল আর বিজিত। আপনি এ ঘর থেকে, আগে, বি এস এফ সেন্টারে টেলিফোন করে সব খবর জানিয়ে দিন। তারপরে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এদের কথা জানাবেন। আমি চললাম।"

ও সি বেরিয়ে গেলেন। বলরামবাবু গোগোল আর বিজিতের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, "ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যদি ধরা পড়ে, তোমাদের কেরামতিতেই পড়বে।" বলে তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।

গোগোলের খুব ইচ্ছে ছিল, ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের ধরতে যাওয়া দেখবে। কিন্তু সে-কথা বলতে সাহস পেল না।

গোগোল আর বিজিতকে ঘণ্টাখানেক পরেই নিয়ে যাওয়া হল ও

www.BanglaBook.org

সি-র কোয়ার্টারে। ও সি-র স্ত্রীর গোগোলের মায়ের মতোই বয়স। তিনি গোগোল আর বিজিতকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। গোগোলের বয়সী এক মেয়ে। তার নাম শর্মিলা। ছেলে ছোট, নাম জয়। ও সি-র স্ত্রী আগেই ওদের এক প্রস্থ খাবার খাওয়ালেন। যদিও গোগোলের খাবার ইচ্ছে ছিল না। টেকচাঁদ সরখেলের বাড়িতে জলখাবার ভালই খাওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, চাঁদের জন্য মন খারাপ ছিল। ডাকাতদের দেখা পাওয়া গেল কি না, বা সেখানে বন্দুকের লড়াই হচ্ছে কি না, তা ভেবেও উত্তেজিত ছিল। কিন্তু ও সি-র স্ত্রী কোনো কথা শুনলেন না। তারপরে গোগোলের মুখ থেকে যখন শুনলেন, ওর মামার বাড়ি এখানেই, উনি গোগোলের নতুন মামিমা হয়ে গেলেন। আর ওদের মুখ থেকে সব ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন। টেকচাঁদ সরখেলের কথা শুনে তিনি থ হয়ে গেলেন। বললেন, "কোথায় যে মরণ কী ভাবে ঘাপটি মেরে আছে, বোঝবার উপায় নেই। তোমাদেরও সাহসের বলিহারি যাই বাবা। তোমরা দেখছি পুলিশের ওপর দিয়ে যাও।"

শর্মিলা সব শুনে ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। জয় সব কথা বুঝতে পারেনি। নতুন মামিমা গোগোল বিজিতকে স্নান করতে বললেন। ওদের বয়সী ছেলেদের জামা প্যান্ট ছিল না। বদলানোও হল না। বেলা বারোটায় তিনি ওদের ভাত খাইয়ে দিলেন। একটার সময় ওদের থানায় ডাক পড়ল।

গোগোল আর বিজিত গিয়ে দেখল, থানার প্রাঙ্গণে বিরাট ভিড়। ওদের দুজনকে দেখেই, অনেকে চিৎকার করে উঠল, "ঐ যে, ঐ ওরাই ডাকাতদলের সন্ধান দিয়েছিল। গোগোল আর বিজিত।"

গোগোল আর বিজিত থানার অফিসে ঢুকে দেখল, সেখানেও ভিড়। ও সি-র বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তারপরেই ওদের চোখে পড়ল, হাত পা বাঁধা চারজনকে। তাদের মধ্যে ছিল, দুই, তিন, চার নম্বর। আর একজনকে চিনতে পারল না। ও সি জিজ্ঞেস করলেন, "দ্যাখো তো গোগোল, এদের চিনতে পার কি না?"

www.BanglaBook.org

গোগোল দুই তিন চার নম্বরকে দেখিয়ে বলল, "এদের চিনি। একে চিনতে পারছিনে।"

ও সি বললেন, "একটা আমাদের বন্দুকের গুলিতে মারা গেছে। আর একজন পেটে গুলি লেগে হাসপাতালে গেছে। আমাদের একজন হাবিলদার আর সেপাইও গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে। দেড় লাখ টাকা পাওয়া গেছে। তার মানে রীতিমত এনকাউন্টার যাকে বলে, বুঝলে? তবে তোমাদের বুদ্ধি আর সাহসের জন্যই এই কুখ্যাত গ্যাং ধরা পড়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এদের কাছ থেকে আরও ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ঘটনা জানা যাবে। তবে একজনকে আমরা ধরতে পারিনি। লোকটার ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, ফরসা সুন্দর চেহারা দেখে বুঝতে পারিনি, ও লোকটাও ডাকাত।"

গোগোল হতাশ আর অবাক হয়ে বলল, "সে কী! সেই লোকটাই যে এদের গুরুজি!!"

ও সি অবাক হয়ে বললেন, "তাই নাকি? ইস্! একেবারে নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে বাংলাদেশ বর্ডার পেরোতে গেলে ধরা পড়তে পারে।"

গোগোল দুই তিন আর চার নম্বরের দিকে তাকাল। তাদের চেহারা বদলে গেছে। উশকো-খুশকো চুল। কারও নাকের ছিদ্রে রক্ত। কারও চোখের কোল ফুলে উঠেছে। কারও রক্ত পড়ছে ঠোঁটের কষে। গোগোল তাদের দিকে তাকিয়ে একটু না হেসে পারল না। কিন্তু ওরা তাকিয়ে ছিল ঘা-খাওয়া বাঘের মতো। যেন হাত পা খোলা থাকলে, এখনই গোগোলকে চিবিয়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

গোগোল এই কথা ভাববার মুহূর্তেই, তিন নম্বর হাত পা বাঁধা অবস্থায় হঠাৎ যেন গোঁত্তা খেয়ে গোগোলের ওপর পড়ল। সাদা পোশাকের বলরামবাবু চোখের পলকে তিন নম্বরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু ততক্ষণে তিন নম্বরের ভার সইতে না পেরে, গোগোল ছিটকে পড়েছে দূরে। ও সি চেয়ার ছেড়ে উঠে গোগোলকে টেনে তুলে, জিজ্ঞেস করলেন, "লাগেনি তো?"

www.BanglaBook.org

গোগোলের মুখে তখনও ভয়ের ছায়া। বলল, "না। ও আমার ঘাড়ে কামড়ে দিতে চেয়েছিল।"

বলরামবাবু তিন নম্বরের গালে একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের থাপ্পড় কষালেন। তিন নম্বর ছিটকে গিয়ে পড়ল দেওয়ালের কাছে। ও সি বললেন, ওদের গারদে পুরে দিন।"

বাইরে তখন প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি। একজন এ এস আই এসে ও সি-কে বললেন, "স্যার, বাইরে প্রচণ্ড ভিড়। সবাই গোগোলকেই বিশেষ করে দেখতে চাইছে। আর বিজিতকেও।"

ও সি হেসে বললেন, "সব হুজুগে লোক। নিয়ে যান, কিন্তু দুজনকে নীচে নামতে দেবেন না। ওরা বারান্দার ওপর দাঁড়াবে।" তিনি গোগোল বিজিতকে বললেন, "যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো।"

গোগোল আর বিজিত বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই, আকাশফাটানো উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল। শত শত হাত ওপরে তুলে ওদের অভিনন্দন জানাল অনেক মানুষ। গোগোলও হাত তুলে নাড়ল।

বিকেল চারটে। ও সি-র কোয়ার্টার। ও সি তখন টেকচাঁদ সরখেলের কথা বলছিলেন। তাঁর ঘরে সত্যি সত্যি মোজাইক টাইল্‌স্ সরিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে, একটা ছ' ফুট বড় গর্ত দেখা গেছে। সুযোগ পেলে সে গোগোল বিজিতকে গলা টিপেই খুন করত। আসলে লোকটাকে অনেকে টাকা খেয়ে ঠকিয়েছে। রামচাঁদ ঢেঁকির নাতিদের এনে দেবার কথা দিয়ে অনেক টাকা নিয়েছে। লোকটা ছেলের শোকে এমন খেপে ছিল, তার মাথার ঠিক ছিল না। তার গুলির আঘাত গুরুতর নয়। বেঁচে যাবে। তার নামেও খুনের চেষ্টার মামলা হবে।

এই সব কথা যখন হচ্ছে, তখনই এসে পৌঁছলেন গোগোলের আর বিজিতের বাবা মা, সেইসঙ্গে কলকাতার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার।

www.BanglaBook.org

বিজিত বাবা মা'কে দেখে, ছুটে তাঁদের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁদের চোখেও জল। গোগোল বাবা মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটা নামিয়ে নিল। অপরাধ তো করেছে। কিন্তু ওর চোখে জল আসছে। আবার মুখ তুলল। মায়ের চোখে তখন জল। তিনি এগিয়ে এলেন গোগোলের কাছে। ওর মাথাটা টেনে নিলেন বুকে। গোগোল মায়ের বুকে মুখ গুঁজল। মা ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "তুই আমার চির-জ্বালানে ছেলে।"

ঘরের সকলের চোখই তখন ছলছল করছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG